রাজকন্যা

(নাট্যোপন্যাস)

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান
১ সানি পার্ক বালিগঞ্জ কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার,
এসো কল্যাণি, রূপসীবালা,
শোনাব একটি করুণ কাহিনী—
ছুটে এসো কাছে, রাখিয়ে খেলা।
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী—
রাজার মেয়ে সে,—গরবী নয় ;
রূপ তোর মত অতটা না হোক্
গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।
বড় হবে যবে দুটি ভাই বোনে
এমনি-সত্যে রহিও ধ্রুব,
সার্থক হোক্ নাম তোমাদের—
এই দিদিমার আশিস্ শুভ।
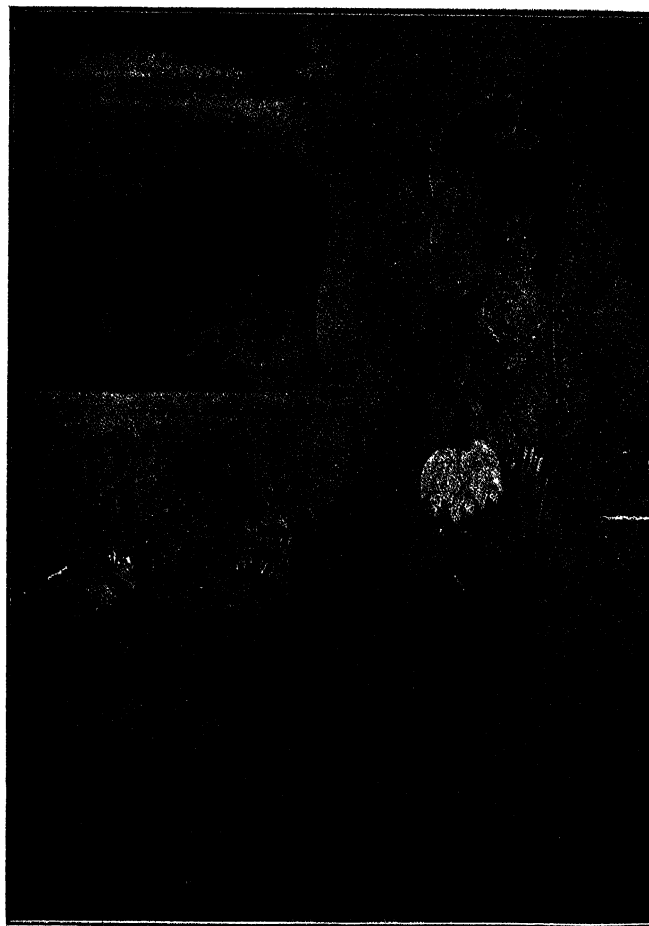
কল্যাণী

রাজকন্যা

অবতরণিকা।

নটনটীর প্রবেশ।

ভারতী বন্দনা—

নমামি ত্বাং ভারতি, হৃদয় কমলদলবাসিনি,
নমামি ত্বাং বাণি, রাগরাগিনী-বিকাশিনি।
নমামি ত্বাং নন্দননন্দিতাং
সুরনরবন্দিতাং বীণাপাণি।
তব প্রেমপরবশরস রাগে
পুলকিত মোহিত চিত নিত জাগে,
গীত অনুরাগে।
নমামি ত্বাং বাগ্‌বাদিনি সরস্বতি—
ভক্ত চিত্তে দিব্য জ্যোতির্বিভাসিনি!

(গান করিতে করিতে প্রস্থান।)

রাজকন্যা

প্রথম দৃশ্য

নৃত্যগীত ঐক্যতান বাদনের মহল্লা।

শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা, বাদিকা ও নৃত্যকারিণীগণ।

গান

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রজনী রজত মধুরা,

গাওগো রঙ্গে, বাজাও সঙ্গে;

রুনুঝুনু নাচি আমরা,

বাজাও সেতারাবীণ, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিন,

ধীরে থমকি, দ্রুত চমকি,

তারে তারে তারে মীরে ঝঙ্কারে অধীরা—

রুনুঝুনু নাচি আমরা।

বাজাও শারঙ্গ, নীরতরঙ্গ, তালে তালে তালে,

মঞ্জুল বোলে মন্দিরা।

রুনুঝুনু নাচি আমরা।

সঙ্গীত গানে ঐক্যবাদনে, বিধুরা—
মত্তচরণ, রুনুঝুন ঝন—নূপুর গুঞ্জন মুখরা।
স্পর্শে হর্ষে শিহরে মেদিনী
বিমানে বিহরে—পুলকরাগিণী
সুখ কম্পিত বিহ্বল যামিনী—
স্তব্ধ মুগ্ধ অপ্সরা!
মনোসাধে নাচি আমরা।

(একবার নৃত্যগীতের পর)

শিক্ষ। বেশ বেশ, ঠিক হয়েছে। কেবল বাজন্দারণীদের বসার ভঙ্গীটা একটু বদলাতে হবে। ওগো—সেতারণি তুমি সেতারের দিকে মাথাটা আর একটু হেলিয়ে রাখ,—আর তুমি মৃদঙ্গিনি, একটুখানি আরো স'রে বস দেখি—বীণা ও সেতারার ঠিক পিছনে···বুঝলে?

তাহারা। আচ্ছা আচ্ছা অধিকারীমশায়—হোলত?

(হাস্য করিতে করিতে তথাকরণ)

মন্দিরাওয়ালী।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমার জায়গা ত মৃতঙ্গিনী দখল করলে—আমি তবে যাই কোথা?

শিক্ষ। মন্দিরা—তুমি শারঙ্গের কাছে দাঁড়াও—বসলে হবে না।

অত কাছে না, এই রকম একটু তফাতে, গাছের কাছে, একটু আড়ালে; ঠিক হয়েছে, বাঃ যেন ছবির মত দেখাচ্ছে!

তাহারা। বাঁচা গেল, আর ভঙ্গী বদলাতে হবে না?

(কাহারো ঘাড়টা বাঁকাইয়া, কাহারো হাতটা হেলাইয়া, কাহারো মুখ ঈষৎ তুলিয়া, কাহাকেও একটু পাশে সরাইয়া —পুনঃপুনঃ সকলকে অবলোকন করিতে করিতে)

শি। না আর বদলাতে হবে না,—এবার ঠিক হয়েছে, —চমৎকার! কিন্তু দেখো সময় কালে ভুলে যেন গোলমাল করে ব'স না।

তাহারা। তা করব না, তা করব না, এখন হয়েছে ত? অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি ত?

শি। বাঃ এখনি যে সেতারণীর ঘাড়টা সোজা হয়ে গেল। বীণাপানির হাতটা নীচু হয়ে পড়লো! আঃ পারি না আর তোদের সঙ্গে!

(সচকিতে ভঙ্গী ঠিক্ করিয়া লইয়া)

উভয়ে। আর হবে না, আর হবে না নিশ্চয় বলছি, প্রতিজ্ঞা।

নৃত্যকারিণীগণ। আমাদের হাবভাব কিছু বদল করতে হবে না ত অধিকারী ঠাকরুণ?

শি। না তোদের কায়দা ঠিকই আছে,—এবার আরম্ভ কর।

(পুনরায় নৃত্যগীত বাদন।)

কিবা রজনী রজতমধুরা।
গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে,
রুনুঝুনু নাচি আমরা। ইত্যাদি—

গান সমাপনে প্রথমা।—সন্ধ্যার গান ত হে'ল ; সজ্জার গানটা গেয়ে নেওয়া যাক,

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে
সুকোমল সুন্দর মণি ভূষণে।
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে,
কুসুম সুবাসিত চারু বসনে—

শি। থাম থাম, হস্তিনী আসছে—

(সহসা গীত বাদ্যাদি বন্ধ করিয়া)

সকলে। সত্যি নাকি সত্যি নাকি! আঃ নাম শুনলেই আতঙ্কে অঙ্গ শিউরে উঠে।

দু-একজন। জয় জয় মাতঙ্গিনী দিদির জয়—

অন্য একজন। জয় জয় ভাণ্ডারণীর জয়—

সকলে। জয় জয় প্রসাদদায়িনীর জয়॥

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মা। মহল্লা দেওয়া হোল? তৃতীয় প্রহরের বিস্তর ত আর বিলম্ব নেই—এখনো তোদের এখানে মজলিস চলছে!

১। আমার আবেদনটা মাতঙ্গিনীদিদি—

২। আমার নিবেদনটা কর্ত্রীঠাকরুণ—

মা। তোদের নিবেদন আবেদনের জ্বালায় আমার দেখছি তিষ্ঠনো ভার!

৩। (চুপে চুপে) ডালির কথাটা বল্,—খালি কথায় কি চিঁড়ে ভেজে লো!

১। এই রত্নহার আপনার পূজার জন্য এনেছি, আমার স্বামীর আশা আকাঙ্খার সফলতা আপনার অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করছে। (হার সমর্পণ)।

শিক্ষ। "হুঁ। এবার বানরের গলার গজমতি রত্ন-কণ্ঠে সাজলো বটে!"

২। আমার বেণীবন্ধ আপনার চরণে অর্পণ করছি, আমার কাকার পদোন্নতির আশা আপনিই দিয়েছেন।

শি। তোর এ বেণীবন্ধ ওঁর কিন্তু চরণ ভূষণেরও যোগ্য নয়।

৩। এই আমার অর্ঘ্য দান। আপনার অনুগ্রহ হ'লেই আমার ভাইয়ের চাকরিটা হবে। (হস্তের বলয় খুলিয়া প্রদান।)

মাতঙ্গিনী। (হাস্য মুখে) হবে সবই হবে।

শি। দয়ার সাগরী কিনা!

(নেপথ্যে—এসেছি মা আমি এসেছি।)

শিক্ষয়িত্রী। উৎকর্ণ সচকিতভাবে? এসময় আবার কে আসে। দেখি যাই বারণ করি।

(দ্রুতপদে এক পথে প্রস্থান অন্য পথে দরিদ্র কন্যার প্রবেশ।)

র। আপনার নাম শুনে বড় আশা করে এসেছি। আপনি মহারাণীকে বলে বাবাকে যদি কারা থেকে মুক্তি দিয়ে দেন মা। তাঁর কিছু দোষ নেই গো—কিছু দোষ নেই।

১। (চুপে চুপে) ভেট কিছু এনেছিস কি? নইলে শুধুই মাথা হেঁট, বুঝলি লো?

র। আমার ধন রত্ন কিছুই নেই! যা ছিল সব গেছে—সব গেছে। এই যা আছে, কেবল হাতের বালা দুগাছি—তাই চরণে সমর্পণ করছি—আর আমার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতায় আজীবন আপনার কেনা দাসী হয়ে থাকব।

(মাতঙ্গিনী বালা হস্তে লইয়া নাসিকা কুঞ্চিত
করিয়া স্বগত)

একি সোণা! ঠিক যেন পিতল। তায় আবার ফাঁপা এমন—যেন সোহাগার খই। এই নিয়ে কিনা আমায় ভেট দিতে এসেছে! আস্পর্দ্ধা দেখ একবার! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠছে।

(প্রকাশ্যে) দেখ আমি রাজাও নই—রাণীও নই যে দণ্ড পুরস্কারে রাজ্য ওলট পালট করে দেব। এ রকম অনুরোধ করাই আমাকে অপমান করা।

র। বড় আশা করে এসেছি, মাগো—ফেরাবেন না, তাড়াবেন না, একবার মহারাণীকে বলুন—রক্ষা করুন গরীবকে, অনাথাকে; ভগবান আপনার ভাল করবেন।

(চরণে পতন)

মা। এ ত ভাল জ্বালায় পড়েছি। এসব বেবানা লোকে অন্তঃপুরেই বা আসে কেন? একি রাজকন্যার মহল পেয়েছে—না কি? পা ছাড়্ বলছি,—

(পা টানিয়া লইয়া)

চ'খের জলে, হা হুতাশে আর ময়লা কাপড়ের পোট্‌লায় দরবার যদি জমাতে চাও ত সেখানে যাও বাছা,—আমরা ও সব সহ্যি করিতে পারবনা। দ্বাররক্ষিকা,—প্রতিহারিণি!

র। (ভূমিতে পড়িয়া) মা রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

(দ্বাররক্ষিকার প্রবেশ)

মা। এ কি রকম কাণ্ড! রাস্তার লোক এসে ধাঁ করে পায়ে পড়ে লোটাবে, এ ত দেখছি বড় বাড়াবাড়ি!

দ্বা। বাইরের লোক নাকি! তা ত জানি নে! আমি ভেবেছিলাম ললিতার কোন আত্মীয়া—মাপ করবেন!

মা। মাপ মাপ—মাপ করবার আমি কে? বেজায় সব বেয়াড়া হয়ে উঠেছ। সরাও একে এখন, এখান থেকে!

(রমণী—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া)

মাগো সংসারে কি আর ধর্ম্ম বিচার নেই! ভগবান কোথায় তুমি।

মা। কথায় কথায় ভগবান দেখান'। ভগবান শীঘ্র তোমায় মুক্তি দিন্। প্রতিহারিণি যা এখন এখান থেকে ওকে নিয়ে যা। আর যেন কাজে এ রকম গাফেলি না হয়!

দ্বা। চল, মরতে কি আর জায়গা ছিল না তোমার। (তাহাকে লইয়া দ্বাররক্ষিকার প্রস্থান।)

মা। তোমরাও সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও—আমি ফুল আনতে চল্লুম! (প্রস্থান)

১। মাগী যেন রাক্ষসী, দেখলে গায়ে জ্বর আসে!

২। আহা মেয়েটি স্নানের ঘাটে আমাকে ধরে পড়েছিল—তাতেই আমি এ সময় তাকে এখানে আসতে বলি। কে জানে সত্যিই বাঘিনীটা ওকে গিলে ফেলার যোগাড় করবে।

৩। ওটা না মরলে রাজ্যের লক্ষ্মীশ্রী নেই।

সকলে। (আঙ্গুল মটকাইয়া) মরুক্—মরুক্।

১। তাহলে হরির লুট দেব।

২। তাহলে সিন্নি দেব।

৩। কালীর কাছে পাঁটা মানছি।

৪। শিবের চরণে বিল্বপত্র।

সকলে। মরেছে সে মরেছে নিশ্চয়, হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল।

শিক্ষ। আরে থাম্, তোরা যে হাসিটা কান্না করে তুল্লি!

১। তাইত দুনিয়ার নিয়ম—প্রথমে হাসি তার পর কান্না!

২। আজ শিশু কাল বৃদ্ধ!

৩। যারই জন্ম—তারই মৃত্যু!

সকলে। তবে আবার বল ভাই, হরিবোল হরিবোল। (নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন।)

শিক্ষ। থাম্ থাম্, ঐ বাজনা বেজেছে হরিবোল্ রাখ—মধুরে শেষ কর,—গান গাইতে গাইতে চল যাওয়া যাক।

রজনী রজত মধুরা

গাও গো রঙ্গে বাজাও সঙ্গে

রুণু ঝুনু নাচি আমরা।

(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান ভূমি।

(ফুল ভরা বহু ফুলের চুবড়ি এবং নানাপ্রকারের ঝুরো ফুল সম্মুখে রাখিয়া মালিনী কন্যা সুগন্ধা অলঙ্কার রচনা করিতে করিতে গান গাহিতেছে।)

ও আমার সূর্য্যমুখি ওগো কুসুমরাণি,
শুধাই তোরে চুপে চুপে গোপন একটি বাণী।
এমন তোমার রূপের ঘটা এমন গন্ধ এমন ছটা!
লুকাও তুমি কিসের তরে মধুর গন্ধ খানি?
কমলিনী আকুল হেসে, গোলাপ দোদুল গন্ধে ভেসে;
প্রেমিক অলি শুনায় এসে সুখের গুন্‌গুনানি।
কার অযতন কাহার ভুলে তুমি আনন শূন্যে তুলে,
সাঁঝ না হ'তে পড় ঢুলে হায়রে অভিমানি?

সু। (হাতের গ্রথিত সপ্তনব তুলিয়া ধরিয়া) এগাছি রাজকন্যাকে না পরালে তৃপ্তি নেই; এই ঝরা ফুলগুলার মধ্যে হারটি লুকিয়ে রাখি—বাঘিনী এসে পড়লে মুস্কিল হবে। কই মধুগন্ধা ত এখনো এলনা,—পদ্মফুল তুলতে গেছে—সে ত অনেকক্ষণ!

মধুগন্ধার প্রবেশ।

এই যে পদ্ম পেয়েছিস দেখছি।

ম। অনেক খুঁজে একটি পেয়েছি দিদি। আজ কাল কি পদ্মের সময়? রাজকন্যা চেয়েছেন—তাই যেন তাঁকে আত্মদানের জন্যেই এটি অসময়ে ফুটেছিল!

সু। ভারি যে কবি হয়ে উঠলি? এই টুকরীর মধ্যে ডুবে ফুলটি লুকিয়ে রাখ,—চিলিনী এসে দেখলে আর রাজকন্যাকে দিতে পারব না, ছোঁ মেরে এখনি উঠিয়ে নিয়ে যাবে। ঐ বুঝি আসছে—একটা যেন ছায়া দেখ্‌ছি, নূপুরগুঞ্জন কানে বাজছে,—লুকো লুকো—

মা। (পদ্মফুল লুকাইতে লুকাইতে) আস্তে আজ্ঞা হোক—

দুজনে। আস্তে আজ্ঞা হোক, জয় মাতঙ্গিনী—রাণীসঙ্গিনীর জয়— জয় জয়—

হাসির প্রবেশ।

হা। বলি এত জয় জয়কার কি আমার অভ্যর্থনায় নাকি? বড়ত সৌভাগ্য!

সু। ওমা! এ যে হাসি!

ম। তাই ভাল, বাঁচলুম—আমাদের আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গিয়েছিল!

সু। আমরা ভাবলুম—বুঝি কুহকিনীটা এল—এইনে ভাই, সাতনর—

ম। এই নে ভাই পদ্মফুল, অনেক, কষ্টে একটি যোগাড় করেছি! মহারাণীর জন্য এতটা কষ্ট করতে ইচ্ছাই হোতনা—কিন্তু আমাদের রাজকন্যা চেয়েছেন।

সু। দুচক্ষে দেখতে পারিনে, ওটাকে, ভয়ে ভয়ে এতক্ষণ তাই সাতনরগাছি ঝরা ফুলগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

হা। তবু ত তার জয়জয়কার ছাড়িসনে?

ম। বল না থাকলেই ছল ধরতে হয়, নইলে দীন হীন দুর্ব্বল আমাদের উপায় কি ভাই।—রাজকন্যাকে ফুলগুলি দিয়ে আমাদের প্রণাম জানাস—।

হা। মহারাণীর জন্য কি অলঙ্কার তৈরি করেছিস—একবার দেখে যাই—রোজ ত আসতে পাই নে—।

সু। না ভাই, আর দেরী করিস্ নে—শীঘ্র যা—তার আসার সময় ঘনিয়ে এল—।

ম। তোর হাতে এ সব দেখলে আর রক্ষা থাকবে না।

হা। তবে ত আমি ভয়ে মরে গেলুম!

সু! তুমি না মর—আমরা ত মরব!

হা। মাগীর যেন বাপকেলে ধন। সংসারে এমন অকৃতজ্ঞ লোক আর দেখেছিস? রাজকন্যার মা বড় রাণীর খেয়ে পরে মানুষ আর তিনি মরতে না মরতে তাঁর সতীনের ঘরে ঢুকলো!

ম। তা ঠিকই হয়েছে,—রাহু রাজা—তস্য মন্ত্রী কেতু ত চাই। বড় রাণীর কাছে কিন্তু মাগীটার এ রকম মূর্ত্তি ছিল না, যেন কত ভাল মানুষটি!

ম। তা গেছে ভালই হয়েছে, ও রকম লোক যাওয়াই ভাল।

হা। তা যাক্‌না, মরুক্ না; কিন্তু যার স্নেহে তুই মানুষ, কি করে তার মেয়ের সঙ্গে এমন করে বাদ সাধিস? মুখ দেখলেও পাপ হয়!

সু। জানিসনে ভাই,—স্নেহ মমতা করুণার ঋণ—দু রকম করে শোধ দেওয়া যায়; এক কৃতজ্ঞতা দিয়ে, আর এক কৃতঘ্নতা দিয়ে—

ম। তা ঠিক! রাণী তাকে যে রকম অনুগ্রহ করতেন—কৃতজ্ঞতায় ত সে ধার শোধ হবার না—তাই মাগী অন্য পথ ধরেছে।

সু। যা হোক তুই ভাই পালা, আর একদিন ফুলের গহনা সব ভাল করে দেখাব—

য। হ্যাঁ ভাই—আর দেরী না—এখনি সরে পড়্।

সু। ঐ আসছে ঐ আসছে—পালা।

হা। কোথা দিয়ে যাই—এই দিকে—ওমা ঐ যে। কোন দিকে ছুটি—!

মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।

(এদিকে ওদিকে পলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে হাসি ঠিক মাতঙ্গিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।)

মা। এ কে! হাসি দেখছি যে! আহা কি নামই মাবাপ দিয়েছিল গো! কখনো ত মুখে এ পর্য্যন্ত হাসি দেখলুম না!

হা। পথ দাও গো; আমায় এখনি যেতে হবে—।

(হাসির পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা,—
মাতঙ্গিনীর তাহাতে বাধা-দান)

মা। ফুলে ফুলে যে চুবড়ি ভরা দেখছি। শুধু ফুল না—ফুলের গহনা—সাতনর—তার উপর আবার পদ্মফুল। বুঝেছি—ষড়যন্ত্র বুঝেছি এই জন্যই আমার মহারাণী একটা ভাল ফুল পান না।

সু। না দিদি, সাতনর আমরা গাঁথিনি—ও নিজে গেঁথে আমাদের দেখাতে এনেছিল।

ম। এ পদ্মফুলও আমরা দিই নি দিদি, ও কোথা থেকে তুলে এনেছে। আমরা সেই অবধি ওর কাছে ফুলটি চাচ্ছি—

সু। বলছি—অসময়ের ফুলটি আমাদের দে—মহারাণীকে দিলে ফুলটি সার্থক হবে—তা দিচ্ছে না।

ম। দে ভাই ফুলটি—মহারাণীর জন্য দে।

হা। কেন দেব! আমি ত নেমকহারাম নই। চিরদিন যাঁর অন্নে যাঁর স্নেহে পালিত—ধনের লোভে আজ তাঁকে ত্যাগ করব, এমন বংশে জন্মাইনি আমি!

মা। (স্বগত) উঃ অসহ্য। (প্রকাশ্যে)—যত বড় মুখ না তত বড় কথা—বেরো বলছি এখান থেকে।

হা। কেন বেরোব—তোমার কিনা বাপের বাগান—

মা। উঃ দম্ভ দেখ! ওলো আঁধারচোখি, গোমসামুখি আমার বাপের বাগান না, তোর বাপের বাগান নাকি?

হা। আমার রাজকন্যার বাপের বাগান।

মা। রাক্ষসি, হতভাগি, এ আমার মহারাণীর বাগান! এ ফুল নিয়ে তুই যাস্ কি করে তাই দেখব।

(মাতঙ্গিনী টুকরী কাড়িতে উদ্যত হইলে হাসি
সরিয়া দাঁড়াইয়া)

হা। খবরদার এ ফুলে হাত দিওনা।

মা। সুগন্ধা, মধুগন্ধা ফুল কেড়ে নে বলছি—

হা। কেড়ে নেবে! কাড়ুক দেখি!

সু। দে ভাই দে,—কেন মিছে গোল করিস্।

হা। কক্ষণো না—প্রাণ থাকতে না! ফাঁসি ত দেবে না—

মা। ফাঁসি দেব না শূলে দেব—

হা। দেবে দিও, ফুল দেব না, তোমার যা করবার কোরো—ভগবান আছেন।

প্রস্থান।

মা। লক্ষীছাড়ি, হতভাগি, পোড়ারমুখি রাক্ষসি, গোমসামুখি, দেখব তোকে কে রক্ষা করে? তোর ভাই ভাইপো সব নির্ব্বংশ করব, ঘর দোরে ঘুঘু চরাব তবে আমার নাম মাতঙ্গিনী! প্রস্থান।

সু। সর্ব্বনাশ হোল দেখছি! এ কুহকিনীর অসাধ্য কিছুই নেই।

ম। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে উলুখড়ের প্রাণ যায়! আমাদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! কিন্তু মাগীটা বড় বাড় বেড়েছে!

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান-বাটিকায় রাজকন্যা বীণা বাজাইয়া গান করিতেছেন।

মধুর আকাশ মধুর রবি,
মধুরূপময়ী ধরণীছবি
মধুর মিলনে আলোকিত সবি,
দশদিকে প্রেম পুলক বয়।
লতা পাতা ফুল ঢালিছে সুগন্ধ,
বহিছে পবন শীতল সুমন্দ
নিঝর তটিনী গাহিছে আনন্দ,
তব নামে বিভু উঠিছে জয়!
এত সুখ ভরা এই নিকেতন;
দ্যুলোক ভূলোক সুখে অচেতন—
কেন পিতা তবে এ সন্তানগণ,
দীন দুখী শুধু তোমার ঘরে—!
এমন ধরণী—এত সুখালোক,
মেলিতে ফেলিতে পুলক-পলক
হের তাহাদের নিমীলিত চোখ,—
যাতনার অশ্রু সলিল ভরে!
এ মহা আঁধার প্রভু হে ঘুচাও,
এ সুখ প্রভাতে তাদেরো জাগাও
তব রাজ্য হতে দূর করে দাও,
শোক পাপ তাপ বিপদ লেশ।

দিলে যদি জ্ঞান, কেন তবে মোহ,
কেন ঈর্ষা দ্বেষ দিলে যদি স্নেহ,
এ আনন্দ রাজ্যে কেন প্রভু দেহ—
এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ!

(একজন রমণীর ধীরে প্রবেশ এবং গান শেষ হইলে সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

রাজ। কে তুমি শান্তে?

রমণী। রাজকন্যে, আমি অভাগিনী আপনার কাছে দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি।

রাজ। কি দুঃখ বল ভগিনি, আমার ক্ষমতায় যদি তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—তবে আমার সৌভাগ্য।

রমণী। সেনাপতির গরু আমাদের বাগানে ঢুকে শাকশবজি নষ্ট করছিল—তাই আমাদের চাকরটা—গরুটাকে বেঁধে রাখে। বাবা তখন দোকানে ছিলেন; তিনি এ সব কিছুই জানেন না; তবুও আমাদের জিনিষপত্র সব বাজেয়াপ্ত—আর বাবাও বন্দী হয়েছেন।

রাজ। বৎসে—আমার যদি সাধ্য থাকত—এই মুহূর্ত্তে তোমার পিতাকে মুক্তি দিতেম—কিন্তু—

রম। বাবার কিছু দোষ নেই, আপনি যদি মুক্তি না দেন, দয়া না করেন—তবে এই দীন হীন দুর্ভাগ্যেরা কার দ্বারে দাঁড়াবে?

রা। (স্বগত) উঃ আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে উঠছে! (প্রকাশ্যে) আমি তোমাদের চেয়েও অসহায়া অনাথা; আমার প্রাণ দিলে যদি তোমাদের কষ্টের প্রশমন হোত, যদি রাজ্যে ন্যায় সত্য সুবিচার ফেরাতে পারতুম—ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করতুম না।

রম। আপনি একবার কেবল মহারাজকে বলুন—।

রাজ। ভদ্রে, তোমাদের চেয়েও আমি অভাগিনী। মাতৃহারা হয়ে পর্য্যন্ত পিতার চরণ দর্শনেও বঞ্চিত হয়েছি,—কিন্তু ও কথায় আমাকে প্রবৃত্ত করো না।

রম। তবে আমাদের কি দশা হবে? বাবাই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়!—আমরা কোথায় দাঁড়াব তবে?

রাজ। বৎসে আমার এক মুষ্টি অন্ন যতদিন মিলবে—ততদিন সে চিন্তা কোরোনা, আমার এ ঘর যতদিন থাকবে—ততদিন তোমাদেরও আশ্রয় মিলবে। কিন্তু তাতে ত তোমার পিতার কারা-মুক্তি হবে না।

রম। মাগো, অকূল সাগরে তুমি যে আমাদের তরণী দেখালে? আমি কি তবে মাকে নিয়ে আসব?

রাজ। যাও বৎসে, নিয়ে এস!

(প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান)

রাজ। এই সব অন্যায় অত্যাচার দেখলে—প্রাণ যে কি তীব্র বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে! মনে হয় অন্তর-

মর্দ্দিনী হয়ে এ সব বিনাশ করে ফেলি। তখনি আবার মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার অক্ষমতা—দুর্ব্বলতা কি নিদারুণ ভাবেই অনুভব করি! হা বিধাতা! কেন তোমার রাজ্যে—এত নিপীড়ন, এমন অবিচার! মানুষ কি তোমার চেয়েও বড়, প্রভু! অন্যায় কি ন্যায়ের চেয়েও ক্ষমতাবান। নিষ্ঠুরতা কি করুণার চেয়েও শক্তিশালী?

(নেপথ্যে—"মাগো দয়া কর"—)

একজন কাঠুরিয়া রমণীর প্রবেশ—।

রাজ। কি চাও বাছা?

রমণী। আমার কাঠগুলা সব কেড়ে নিয়ে গেল মা! খাজনা নিতে এসেছিল, আমি বল্লুম—আজ না—আর একদিন আসিস্। তা শুনলে না কাটগুলো নিয়ে গেল; ঘরে কিচ্ছু অন্ন নেই, ছেলেগুলো কাঁদছে মা—

রাজ। কেঁদনা বাছা, আমার ঘরে এখনো অন্ন আছে—ছেলেদের এখানে নিয়ে এসগে। আর আমার বাগানে যতদিন গাছ থাক্‌বে, ডাল কেটে নিয়ে যেও।

রম। মাগো—রাজরাণী হও, স্বয়ং অন্নপূর্ণা মা আমার, জয় হোক!—

(প্রস্থান। আর একজনের প্রবেশ।)

"মাগো, রাজকন্যে!"

রাজ। কি বাছা? মহারাণীর সেপাই রাস্তা দিয়ে

যাচ্ছিল—বাবা তা দেখেনি, রাস্তায় জল দিচ্ছিল বাবা,—দৈবাৎ জলের ছিটে সিপাইয়ের পায়ে লেগে গেল, আর অমনি বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে মা ;—মাগো আমরা কোথায় দাঁড়াব,—খাওয়াবার লোক কেউ আর নেই, রাজকন্যে !

রাজ। আমি ত বাছা তোমার বাবাকে রক্ষা করতে পারব না ; তোমরা আমার কাছে এস—আশ্রয় দেব।

রম। তবে যাই মা—বোনগুলোকে নিয়ে আসি—?

রাজ। যাও বৎসে !

রম। শঙ্করী মা, তুমিই আমাদের কাণ্ডারী—!

প্রস্থান।

আর একজনের প্রবেশ।

"দয়াময়ি রাজকন্যে - বাঁচাও গো —"

রাজ। কি হয়েছে, বাছা ?

রম। আমার ছেলেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে—জিনিষপত্রও সব কেড়ে নিয়েছে।

রাজ। কেন গা বাছা ?

রস। আমরা মা শূদ্র—নীচ মাহার জাত -

রাজ। সেটাত কোন দোষের কথা নয়—বাছা।

রম। দোষের কথা—বড়ই হয়েছে মা ; ছেলেটার

মতি গতি, একেবারেই মন্দ হয়েছে—নইলে এমন দশা হয় রাজকন্যে ?

রাজ। কেঁদনা বাছা—বল কি হয়েছে ?

রম। সে একজন সাধুর চাকর হয়েছিল; সাধু তাকে পাঠ করতে শেখায়; বুঝলে মা ?

রাজ। সে ত ভাল কথা বাছা—

রম। ভাল কথা মা ? তুমি এত জ্ঞানী হয়ে ঐ কথা মা বল্লে! সাধু যতদিন বেঁচেছিলেন সব চলছিল ভাল; তিনি মরতে ছেলেটা ঘরবাসী হয়েছে, এখানে এসেও কিনা—পুঁথি পড়বে মা!—এত বলি ও পাপ কার্য্য করিসনে, তা সে শোনে না; শেষে রাজদ্বারে খবর উঠলো; যা ভেবেছিলুম তাই!—দুজন পণ্ডিত ঘরে এসে—মারপিট করে সব জিনিষ-পত্র কেড়ে নিয়ে গেছে—মা,—এখন কি করি বলনা? ছেলেটা ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, বলত চরণ দর্শনে নিয়ে আসি।

রাজ। (স্বগত) কি অত্যাচার—আর শুনতে পারিনে। (প্রকাশ্যে)—যাও বাছা—তাকে নিয়ে এস—আমার দেবী মন্দিরে তোমার ছেলে স্তোত্র পাঠ করবে।—

প্রস্থান। নেপথ্যে—"মাগো রক্ষা কর মা।"

একজন পুরুষের প্রবেশ।

রা। এস বাছা, কি হয়েছে ?

পু। মাগো—আমরা ছোট জাত 'পারিয়া'—একটা যাঁড় তাড়া করেছিল, তাই ভবানী মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলুম—তাইতে পুরুত ঠাকুর লাঠীতে আধমারা করে ফেলেছে, মা!—

রাজ। (স্বগতঃ) উঃ কি ভয়ানক, প্রাণের রক্ত জল হয়ে যায়! দেবদেবীর দ্বারও দুর্ভাগ্যের নিকট বন্ধ! হে ব্রাহ্মণ, হে ক্ষত্রিয়, দুর্ব্বল-দলনেই কি আজ তোমাদের মহত্ত্বের পরিচয়? হায়! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? তোমার আমার বিনাশে শুধু না—তোমরা যে সমগ্র জাতির অধঃপতন আনয়ন করছ! (প্রকাশ্যে) বৎস, তোমার আর ভাবনা নেই—আজ থেকে আমার মন্দিরে তুমিই দেবতা পূজা করবে।

পু। মাগো দয়াময়ি—এমন পাপ কাজ আমাকে করতে বলোনা, এ জন্মে পারিয়া হয়ে জন্মেছি, পরজন্মে আবার কুকুর হয়ে জন্মাব।

রাজ। বৎস, মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ রকম নিয়ম করেছে; দেবতার কাছে—ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নেই, বৎস। মনের শুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি। প্রকৃত শুদ্ধ মনের পূজা দেব দেবী সাদরে গ্রহণ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ এ রকম হীন কার্য্য করে—তারাই দেবতার চরণস্পর্শের অনধিকারী। তুমি পূজক হলে আমার মন্দির শুদ্ধ হবে। এতে তুমি কুণ্ঠা বোধ করো না; যাও বৎস, মন শুদ্ধ করে ফুল তুলে নিয়ে এস।

সু। মা যে আদেশ করেন। আমি মায়ের ভৃত্য। মূঢ় মূর্খ জন—আমরা আর কিছুই জানি না!

[প্রস্থান।

রা। আমার চোখের পরদা সহসা যেন খুলে গেছে—দিব্য দৃষ্টি হয়েছে। বিধাতাকে আমরা ধিক্কার দিই, অদৃষ্টকে আমরা নিন্দা করি—কিন্তু আত্মশক্তির সদ্ব্যবহারের আমরা ত কিছুই চেষ্টা করিনে! আমি অভিমানে নিষ্কর্ম্মা হয়ে এত দিন কেবল বিধাতাকে আর পিতাকে নিন্দাই করেছি,—কিন্তু অদৃষ্ট খণ্ডনের জন্য, অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছি কি? কিছু না, কিছু না।

(অন্যমনে ঊর্দ্ধমুখে বীণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে কিছুক্ষণ পরে বীণা রাখিয়া)

আমার মনে আজ নবীন বল, নব আশার সঞ্চার হচ্ছে! এতদিন বৃথা কেঁদে, বৃথা দুঃখ ক'রে আমার অন্তর্নিহিত শক্তিরই অপলাপ করেছি। আজ বেশ বুঝতে পারছি,—ক্রন্দন, অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা মনুষ্যধর্ম্ম নয়—মনুষ্যত্বলোপক হীনতা মাত্র। যার মধ্যে যতটুকু শুভ শক্তি আছে, তাহার সাধনাতেই মনুষ্যের জীবন, জন্ম সার্থক,—কর্ম্মই পুণ্য, কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মই উপাসনা।

হে দেবতা! দ্যুলোক ভূলোকের মঙ্গলময় অধিপতি আজ হতে আমি সেই ব্রতই গ্রহণ করলেম। আজ হতে পুণ্য কর্ম্ম দ্বারাই আমি তোমার পূজা করব। হে শুভ

শক্তিদাতা বিধাতৃ পুরুষ তুমি আমাকে বর দাও, বল দাও, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে এই পুণ্য ব্রত সাধনে আমার সহায় হও—।

গান।

সফল কর জীবন মন, সফল কর প্রাণ।
করহে করহে করহে বরদান।
সিদ্ধি দেহ কর্ম্মে, প্রভু শক্তি দেহ মর্ম্মে,
ভক্তি দেহ ধর্ম্মে, দেহ পূর্ণতর জ্ঞান।
করহে করহে করহে বরদান।
কণ্ঠে দেহ পরম ভাষা, অন্তরে শুভ আশা,
নয়নে দেহ প্রেমদৃষ্টি দিব্য দীপ্তিমান।
করহে করহে করহে বরদান।
পরশমণি আলো তব, হৃদয়ে জ্বালো জ্বালো,
দৈন্য যত শূন্য কর, ধন্য মহীয়ান।
করহে করহে করহে বরদান।

(হাসির প্রবেশ)

হা। রাজকন্যে এই পদ্মফুল এনেছি,—আপনি এই ফুলে আজ দেবার্চ্চনা করতে চেয়েছিলেন।

রা। কিন্তু তোর মুখ ত আজ পদ্মের মত প্রফুল্ল দেখছিনা হাসি? কি হয়েছে বল দেখি? আমার সহস্র দুঃখ কষ্টও ত তুই

হাসি দিয়ে ভুলাতে চাস,—আজ কেন তোর মুখে হাসি দেখচিনে ?

হা। দুঃখের জ্বালায় আজ আর হাসি আসছে না রাজকন্যে। তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে এসেছি। এই সাতনর আব পদ্মফুল দিয়ে সুগন্ধা ও মধুগন্ধা আপনাকে প্রণাম জানিয়েছে।

রা। কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস ?

হা। সেই কুহকিনী কালকেতুটার সঙ্গে। এই সাতনর আর পদ্মফুলটী আমার হাতে দেখে—সে যেন রণরঙ্গে মেতে উঠলো। তবে সত্যি কথা বলি—আমিও তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

রা। ভাল করনি হাসি, এতে হয়ত অনেক বিপদ ঘটবে—তোমাকে কত সহ্য করতে হবে! আমার ফুলের কি দরকার সখি! আমি আজ বুঝেছি—ফুলেই ভগবানের পূজা হয় না—পুণ্য কার্য্যেই তাঁর যথার্থ পূজা। ন্যায় সত্য প্রচার,—অন্যায় দমন চেষ্টা—এই সকলই তাঁর প্রিয় কার্য্য,—ইহাই তাঁর উপাসনা। আজ থেকে সেই ব্রত আমি গ্রহণ করেছি। তুই পারবি হাসি আমার সহায় হতে ?

হা। রাজকন্যে, আমি স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনে, আমি শুধু তোমাকেই জানি। তুমি যেদিকে যাবে, সেই আমাব পথ, তুমি যা করবে—তাই আমার কর্ম্ম ; তুমি যা মঙ্গল বলে বোঝাবে, আমার মনে তাই সত্য, তাই পুণ্য, তাই ধর্ম্ম।

(মন্দিরে আরতি পূজার ঘণ্টাধ্বনি।)

রাজকন্যা। আমাদের প্রাণে যে আগুণ জ্বলছে—তাতেই পঞ্চ প্রদীপ ধরিয়ে আজ আরতি কর্ব্ব,—চল হাসি।"

(হাত ধরাধরি করিয়া উভয়েব প্রস্থান।)

(দুইজন নর্ত্তকীর প্রবেশ ও নৃত্য সহকারে গান।)

ও কে প্রতিমা মনোরমা সুবাস ভরা বাণী ?
নয়ন তারায় অরুণ ছড়ায় করুণ আলো খানি।

(অন্য দুইজনের প্রবেশ ও সমস্বরে)

জানি আমরা জানি,
সে আমাদের রাজার মেয়ে জননী কল্যাণী।

প্রথম দুইজন। ধরার মত ধৈর্য্যধরা বিশাল বক্ষ কার ?
সবার দুঃখে কাতর স্নেহ মমতা অপার ?

(সকলে সমস্বরে)

জানি আমরা জানি,
দুঃখী জনের দুঃখহারী জননী কল্যাণী।

দ্বিতীয় দুইজন। ও কে রমণী ফুলের মতন কোমল মূর্ত্তিখানি ?
সত্যে পুণ্যে ধ্রুবচিত্ত কর্ম্মে বজ্রপাণি ?

(সকলে সমস্বরে।)

জানি আমরা জানি,
মা আমাদের, দেবী মোদের মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীরাণী।
চরণতলে লুটি তাঁহার জীবন ধন্য মানি।

(সকলের প্রস্থান। পটক্ষেপ।)

চতুর্থ দৃশ্য

(মহারাণী মণিমুক্তাশোভিত সুকোমল শয্যায়
বিশ্রাম করিতেছেন।)

ম। শুনছি পঞ্চনদের রাজকুমার তার হস্তপ্রার্থী,—সে রাজরাণী হবে! উঃ প্রাণটা যে জ্বলে উঠেছে!—

বেশ ত যাবে যাক্ না? আমার চোখের বালি, বুকের শেল দূর হয়ে যাক্—ভালই ত! নাঃ; তার অত সুখ কিছুতেই সহ্য হচ্চে না। আমি চাই বাঁদির মত দুটি দুটি অন্ন দেব,—দু চার খানা ময়লা পুরাণ কাপড় পরাব—আর উঠতে বসতে মনের জ্বালা দেব—তবু সে ছেঁড়া বালিসের মত আমার পায়ের কাছে লোটাবে। বিয়ে যদি দিতেই হয়—শেষে আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব,—চিরকালই আমাদের চরণতলায় পড়ে থাকবে।—কিন্তু এতদিন ধরেও ত এ ইচ্ছা পূর্ণ হোল না, আমার বাগের মধ্যে কিছুতেই ত তাকে আনতে পারছিনে। আজ আবার একেবারে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চল্লো—উঃ—উঃ!

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া)

রাজরাণী সে—রাজরাণী!—স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী—পুত্রগরবে গরবিনী! আর পারিনে! হয়ত সেই ছেলেই একদিন আমার বুকের উপর বসে—আমার রাজ্যে রাজত্ব

করবে; একজন গিয়েও রক্ষা নেই; আর একজন আবার, —উঃ কি যন্ত্রণা।

মা চামুণ্ডে আমি তোর চরণে কি এত অপরাধ করেছি, এত দিয়েও আমাকে তুই সন্তান দিলিনে। এ হেন ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব যে বৃথা ভবানি! উঃ—আমি যে পাগল হয়ে যাচ্চি। শত ছাগ শত মহিষ ওচরণে বলি দেব—নরবলি নরবলি—ঐ কুমারীর রক্তেই তোমার রাঙাচরণ রাঙিয়ে তুলব—মাগো, প্রসন্ন হও—আমাকে—”

(নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন)

এ কি এরই মধ্যে কি বিশ্রাম প্রহর ফুরিয়ে গেল? সজ্জার কাল এসে পড়লো? মনে যে নরক জ্বালা—কি করে এখন দেহ সাজাব—!

(প্রতিহারিণীর প্রবেশ ও নমস্কার পূর্ব্বক)

প্র। মহারাজ আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এখানে আসবেন; সংবাদ পাঠিয়েছেন।

রাণী। বেশ! তাঁকে মহারাণীর নমস্কার জানাও।

প্র। যে আজ্ঞে।

নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।

(সখিগণের থালিকাসজ্জিত রত্নালঙ্কার ও অঙ্গরাগাদি বহন করিয়া আগমন ও থালিকা নামাইয়া নমস্কার করিতে করিতে)

সকলে। জয় হোক মহারাণীর।

প্র-স। আমরা আজ সপ্তম সিন্ধুকের অলঙ্কার আপনার সজ্জার জন্য এনেছি—আদেশ হলে সাজাতে আরম্ভ করি।

রাণী। (উঠিয়া হেলান দিয়া বসিয়া) সাজা তবে তোরা সাজা, নিখুঁত করে সাজা! মহারাজ আজ বিকালেই আসবেন।

(সখীগণ একে একে থালিকা হইতে এক একখানি রত্নালঙ্কার হস্তে তুলিয়া লইল।)

প্র। এই রত্নমুকুট বড়রাণীর মাতার ছিল—তিনি কন্যার বিবাহের সময় নিজের মাথা থেকে কন্যাকে এই মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বি। এই হীরকহার সিংহলরাজ বড়রাণীকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

তৃ। এই রত্নবলয়—এই মণিখচিত মেখলা—নাগর রাজরাণী রাজকন্যাকে জন্মোপহার পাঠিয়েছিলেন।

রাণী। এ সমস্তই এখন আমার—আমারই!—

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ। এ সকল এখন আপনারই। আর আপনার অঙ্গে এই সকল মণিরত্ন যেমন শোভা ধারণ করে—এমন পূর্ব্বে কারো অঙ্গেই শোভা পায়নি।

(অলঙ্কার পরাইতে পরাইতে গান)

সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে,
সুন্দর সুমোহন বেশ ভূষণে।
কুঙ্কুম চন্দনে, অলক্ত রঞ্জনে
সুগন্ধ উথলিত চারু বসনে!

তারকা বিমোহন মুকুট স্থশোভন
দিগন্ত ঝলকন মণি রতনে !
মুক্তা হীরক মালা, মরকত মেখলা
বিদুর্য্য বাজু বালা ফুল কাঁকনে !
রাগিণী ঝঙ্কৃত নূপুর চমকিত
কনক পদ্ম পীত দিব চরণে !
মাধুরী উথলিয়া— হাসি বিকাশিয়া
উথলিবে রূপ ছটা দিকে গগনে !

(সজ্জা শেষ করিয়া ।)

প্র। কি সুন্দরই দেখাচ্চে !

দ্বি। আহা মরে যাই !

তৃ। স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীও কি এত সুন্দরী ।

(রাণীর উঠিয়া ভাবভঙ্গী সহকারে আয়নায় আপনাকে নিরীক্ষণ।)

রা। এইবার কুসুমালঙ্কার পরিয়ে দে দেখি তোরা ।

প্র। মাতঙ্গিনী দিদি এখনো এসে পৌঁছন নি।

রা। এত দেরী যে আজ !

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

দ্বি। এই যে নাম করতেই।

তৃ। মাতঙ্গিনী দিদি আমরা তোমারই জন্য অপেক্ষা কচ্ছি,—ফুল—কই ?

প্র। এ কি শূন্য হস্ত যে !

মা। মহারাণী ভয়ে কব—না নির্ভয়ে কব ?

রা। অবশ্য নির্ভয়ে। ব্যাপারখানা কি বল দেখি ? সজ্জার সময় তুমি অনুপস্থিত আর এলে যখন তখনো—ফুল নিয়ে এলে না ! হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে যে !

মা। রাজকন্যার দাসী এসে তাঁর জন্যে সব অলঙ্কার—সব ফুল নিয়ে গেছে।

রা। রাজকন্যার জন্যে ? আমার অলঙ্কার—আমার ফুল সমস্ত তার জন্যে নিয়ে গেছে ! তুমি কি প্রলাপ বকছ—মাতঙ্গিনি ?

মা। প্রলাপ নয়—সত্যি কথাই বলছি মহারাণী।

রা। (ভ্রূকুটিক্রুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) একি আমাকে যে পাগল করে তুল্লে ? মালিনীরা দিলে কেন ?

মা। তারা বল্লে—হাসি এসে সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে গেল ; হাজার হোক রাজকন্যার দাসী ত—তাই তারা কিছু বলতে সাহস পেলে না।

রা। কি আস্পর্দ্ধা—অসহ্য অসহ্য ! (স্বগত)—দেবীর কাছে বলি দিলেই এর সমুচিত শাস্তি বিধান হয়। (প্রকাশ্যে) বন্দী করে আনতে বল মাতঙ্গিনি,—শুধু তাকে না তার কর্ত্রীকেও।

মা। ক্ষমা করবেন,—একটি কথা বলতে দিন্—

রা। কি বলবে বল, আমি কিন্তু কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।

প্র। প্রমোদ ভবনে মালী যে ফুল রেখে গেছে তাই কি নিয়ে আসব ?

রাণী। হ্যাঁ সেই রকম দশাই দাঁড়িয়েছে বটে। পুষ্পালঙ্কার যত রাজার মেয়ের, আর—

মা। আর বাগান ঝাঁটান ঝরাফুল যত রাণীর—! এ কথা মুখে আনিস কি করে লো ?

রাণী। না আমার ফুলে দরকার নেই। মাতঙ্গিনীর ইঙ্গিতে) পরিচারিকাগণ তোমরা এখন যাও আমার সজ্জা শেষ হয়েছে।

(সখীগণের নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।)

মা। মহারাণী—ধৈর্য্য ধরুন ; প্রকাশ্যে এ রকম কোন শাস্তির আজ্ঞা দিলে আমরাই শেষে হেরে যাব। হাজার হোক্ তিনি রাজকন্যা, কোন প্রহরী বা সৈনিক কেহই এ আজ্ঞা সহসা পালন করতে চাবে না।

রা। তুমি কি ভুলে যাচ্চ—সেনাপতি আমার ভ্রাতা ; সেনাপতির হুকুম কেউ পালন করবে না !

মা। কিন্তু নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়ে পালন করবে,—আর রাজার কানে কথাটা উঠলে ক্ষতি হবে আমাদেরই।

রা। তুমি তবে কি পরামর্শ দাও বল, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমিই একটা উপায় উদ্ভাবন কর। প্রতিশোধ আমি চাই-ই চাই—এ রকম অপমান সহ্য করে চুপ করে থাকা আমার কর্ম্ম নয় !

মা। আপনার অপমান—আপনার চেয়েও আমার অসহ্য। আমি নিশ্চয়ই শোধ তুলব—হাসিকে জব্দ করবই—আর তাকে জব্দ করলেই রাজকন্যা জব্দ হবেন।

রা। উপায় কি ঠাওরাচ্ছ বল দেখি ?

মা। চুপে চুপে হাসির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব—সবংশে সব নির্ব্বংশ হবে।

রা। হ্যাঁ তাতে হাসির দণ্ড হবে বটে, কিন্তু আমি রাজকন্যারও দণ্ড চাই—পঞ্চনদের রাজপুত্র এসে যে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না।

মা। তা যাতে না হয়—তার ত সহজ উপায় পড়ে আছে, আপনার ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিন না—।

রা। রাজা কি রাজি হবেন ?

মা। আপনার কথায় রাজা রাজি হবেন না—কি বলেন ? কিন্তু আগে সেকথা বলবেন না,—আগে বিয়েটা ভেঙ্গে দিন ! পঞ্চনদের রাজা এদের অপমান করেছিলেন, এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই এটা সহজে সিদ্ধ হবে।

রা। যদি না হয় ?

মা। তখন অন্য উপায় ভাবা যাবে, আমি থাকতে আপনার কোন ইচ্ছাই বিফল হবেনা—এ বেশ জানবেন। দেখুন না এখনি আমি কি কাণ্ড করে আসি !

রাণী। যাও মাতঙ্গিনী, তুমিই আমার প্রকৃত সখী, বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তোমার উপকার জীবনে ভুলব না।

মাতঙ্গিনী। (স্বগত) রাজারাণীর কথায় যে ভোলে সেও নির্ব্বোধ—আর আপনার লাভটুকু বুঝে যে তাঁদের মন যুগিয়ে না চলে—সে আরও নির্ব্বোধ! (প্রকাশ্যে) মহারাণি, আপনার কাজেই যেন এজীবনটা কাটিয়ে যেতে পারি! তাহলেই জীবনটা সার্থক জ্ঞান করব। চল্লেম তবে।—

(মাতঙ্গিনীর প্রস্থান ও প্রতিহারিণীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাণি, মহারাজ প্রমোদভবনে এসে আপনার অপেক্ষা করছেন।

রাণী। এরই মধ্যে! যাও প্রতিহারিণি—সংবাদ দাও - আমি এখনি আসছি।

(প্রতিহারিণীর প্রস্থান।)

(রাণীর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করণ।)

রা। কিছুই ত ত্রুটি মনে হচ্ছে না, আয়নায় ত রূপটা ঝলমলই করে উঠেছে!—

—যাই আর দেরী করব না।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

[পুষ্পসজ্জিত প্রমোদ গৃহ ; ফুল রচিত সিংহাসনে রাজা রাণী উভয়ে উপবিষ্ট ; নিকটে সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছে। রাজা সতৃষ্ণ নয়নে রাণীর দিকে চাহিয়া তাঁহার সহিত গুণগুণ করিয়া কথা কহিতেছেন এবং মাঝে মাঝে সম্মুখে সজ্জিত পুষ্পস্তূপ হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া নৃত্যকারিণীদিগের প্রতি পারিতোষিক বর্ষণ করিতেছেন।]

সখীগণের গান।

জয় জয় জয় জয় !
গাও আমাদের রাজা রাণীর জয় !
এমন সুখের রাজ্য কোথা ত্রিভুবনময় !
ফুলে হেথায় নাইক কাঁটা, মেঘে নাইক আঁধার ঘটা
আলোক মধুর স্নিগ্ধ ছটা, প্রখর তপ্ত নয়।
জয় জয় জয় জয় !
গাও আমাদের রাজারাণীর জয় !
এমন সুখে আমরা আছি—নাহি দুঃখ ভয়।
হেথা, সদাই বাজে মধুর বাঁশি,—শুধুই প্রমোদ শুধুই হাসি,
মলয় বায়ু দিবানিশি, সুধা গন্ধে বয় !
জয় জয় জয় জয় !
গাও আমাদের রাজারাণীর জয় !

(ফুল বর্ষণের মধ্যে নৃত্যগীত করিতে করিতে সখীগণের প্রস্থান।)

রাজা। (রাণীর দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া স্বগত)—কি সুন্দর! যেন চমকে যেতে হয়!

রাণী। মহারাজ আজ আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাক—আর আমি দিবানিশি—তোমার অপেক্ষায়—তোমারি ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকি।

রাজা। কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করেছ মহিষি! তোমাকে দেখলে আমার কোন কার্য্যই—কোন কথাই মনে থাকে না। অতৃপ্ত হৃদয়ে ঐ রূপসুধাসমুদ্রে মগ্ন হয়ে পড়ি।

রাণী। মহারাজ আমি পরম সৌভাগ্যবতী।

রাজা। তুমি সৌভাগ্যবতী—না আমি সৌভাগ্যবান?

রাণী। ছি ছি ও কথা বলনা প্রিয়তম;—এখন বল অসময়ে কি সংবাদ দিতে এসেছ?

রাজা। একটি সংবাদ এনেছি মহারাণি। পঞ্চনদের রাজপুত্র, কল্যাণীর হস্ত প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছেন।

রাণী। খুব আহ্লাদের কথা। পুরস্কার কিছু দেবার থাকলে দিতেম—মনোপ্রাণ আগেই ত সব দিয়ে ফেলেছি। অমন জামাতা লাভ সৌভাগ্য বটে—কিন্তু—

মহা। কিন্তু কেন মহারাণি?

রাণী। এঁর পিতা শুনেছি মহারাজের পিতাকে পাদুকা পাঠিয়ে অপমানিত করেছিলেন।

মহা। এ কি কথা!

রাণী। (স্বগত) সব আশা ব্যর্থ হোল বুঝি! (প্রকাশ্যে)—কিন্তু এই রকম ত সবাই বলে।

রাজা। কে বলে—নামটা কর দেখি। আমার পিতাই বরঞ্চ অন্যায় করেছিলেন। পঞ্চনদের প্রাসাদে তিনি যখন অতিথি—সেই সময় রাজার পিতৃব্যকে তিনি ব্যঙ্গ করেন, তাইতে উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতাই পরাজিত হন, ঘটনাটা হচ্ছে এই,—ঠিক বিপরীত।

রাণী। (স্বগত) বাঁচা গেল তবু একটা সূত্র পাওয়া গেছে। (প্রকাশ্যে) ওঃ বুঝেছি—এই পরাজয়ের অপমানটা—লোকে পাদুকাঘাত ধরে নিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে—এই ঘটনার পর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা কি সেই অপমানকে স্বীকার করে নেওয়া নয়? সে বংশের কন্যা আনা স্বতন্ত্র কথা—তাতে বরঞ্চ অপমানের শোধ নেওয়া হয়, কিন্তু অপমানিত হয়ে কন্যাদান ঘোর অপমানজনক!

ম। প্রথমতঃ দোষ আমার পিতারই; অথচ—তিনি অতিথি বলে—পঞ্চনদরাজই এই ঘটনায় যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এস্থলে কিছুতেই আমি সে বংশের প্রতি শত্রুতাভাব রাখতে পারিনে। দ্বিতীয়তঃ সে বহুদিনের কথা, আমার পিতার ও পঞ্চনদের পিতৃব্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—সে ঘটনাও বিস্মৃতিমগ্ন হয়েছে।

রাণী। কিন্তু লোকে ত তা বলে না,—তা বোঝে না।

রাজা। লোকে অধঃপাতে যাক্‌!

রাণী। কিন্তু তোমার কন্যার যে রকম দম্ভ তাতে সেও যে ও বংশে আত্মদানে সম্মত হবে—তা ত মনে হয় না।

মহা। তার মতামত কে জিজ্ঞাসা করবে?—আমার আজ্ঞাই কি এখানে যথেষ্ট নয়।

রাণী। তাহলে ভাবনা কি ছিল মহারাজ! সে কি এতদিনেও আমাকে মা বলে স্বীকার করেছে—আমার অপরিসীম স্নেহও কি তার গর্ব্বকে নষ্ট করতে পেরেছে!

রাজা। মহারাণি, ও কথা আর বলো না—আমার রক্ত আগুন হয়ে ওঠে।

রাণী। আমি কি তোমাকে সব কথা বলি মহারাজ। তোমার মনে পাছে আঘাত লাগে, পাছে তার প্রতি স্নেহ তোমার কমে যায়—এই ভয়ে যতক্ষণ পারি—নিজের মনে সব সহ্য করি –।

রাজা। তুমি ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—

রাণী। এই আজই আমার জন্যে ফুল আনতে গিয়ে দাসী ফিরে এল। আমাকে অপমানের জন্যই রাজকুমারীর দাসী সব ফুল লুট করে নিয়ে গেছে।

মহা। সেই জন্যই বুঝি তোমার অঙ্গে আজ ফুলাভরণ নেই! তুমি দেবী,—তুমি মূর্ত্তিমতী ক্ষমা।

রা। মহারাজ সে আমার সন্তান—কুসন্তান হলেও কুমাতা হয় না। আমাকে হাজার অসম্মান, অবজ্ঞা করলেও

—তবু তাকে আমি কিছুতেই খর্ব্ব করতে চাইনে,—তার তেজ গর্ব্ব তার বংশেরই যোগ্যগুণ।

রাজা। রাণি—তুমি যা বলছ—এতে তার গুণ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছেনা—তোমার মহত্ত্বই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাকে বিদায় করে দাও—এ বিয়েটা শীঘ্র শেষ করে ফেলা যাক—তোমার যন্ত্রণা ঘুচুক!

রাণী। (স্বগত) আমি যে তা চাইনে—কিন্তু আজ দেখ্‌ছি বেশী বলা ভাল নয়—সময় বুঝে বলতে হবে।

রাজা। মহিষি—তোমার প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করে তার মুখ দর্শন করতে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবান আমার সন্তান ভাগ্য বড়ই মন্দ করেছেন! যাকে নিয়েছেন তার পরিবর্ত্তে যদি একে গ্রহণ করতেন—!

রাণী। মহারাজ আমি যদি প্রাণ দিয়েও সে শোক নিবারণ করতে পারতুম—!

রাজা। ভগবান যদি তোমার গর্ভে আমাকে একটি সন্তান দিতেন—তাহলেই আমার সব শোক নিবারণ হোত!

(অভিনয়শিক্ষয়িত্রীর প্রবেশ)

শি। (নমস্কারপূর্ব্বক) জয় হোক। আমরা প্রস্তুত —আদেশ হলেই দৃশ্যপট উন্মুক্ত করা যায়।

রাজা। ক্ষণকাল বিলম্ব কর!—এ কি! এমনি চীৎকার ধ্বনি উঠছে কেন?

(নেপথ্যে—আগুন আগুন—রক্ষা কর, রক্ষা কর,—
মহারাজ—মহারাজ—)

শি। তাই ত—এ কি ব্যাপার !

রাজা। যাও,—দেখ,—প্রতিহারিণীকে ডাক, আমি ক্ষণবিলম্বে অভিনয়ের আদেশ পাঠাব।

(যথাদেশ বলিয়া অভিবাদনান্তে শিক্ষয়িত্রীর প্রস্থান)

(প্রতিহারিণীর আকুলভাবে প্রবেশ)

প্র। মহারাজ—বিষম অগ্নিকাণ্ড ! পশ্চিম প্রজাবাস জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে !

মহা। মন্ত্রী, সেনাপতি—এঁরা সব কোথা ? তাঁরা অবশ্যই নির্ব্বাণ প্রয়াস করছেন !

প্র। মহারাজ ! প্রজাগণ আপনার দর্শন চাচ্ছে—আপনার নিকট দুঃখ নিবেদন করতে এসেছে।

রা। মহারাজ কি নিজে অগ্নি নির্ব্বাপিত করবেন—এইরূপ তারা প্রত্যাশা করে !

রাজা। রাণী সুস্থির হও, আমি সব বন্দোবস্ত করছি। —প্রতিহারিণি, সেনাপতিকে ডাকতে বল।

প্র। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রাণী। মহারাজের মত করুণহৃদয় রাজা পেয়েই তারা এমন অসময়েও অসম্ভব প্রস্তাব করে। তারা কি মহারাজকে একটু বিশ্রামেরও অবসর দেবে না ?

(প্রতিহারিণীর পুনঃ প্রবেশ ।)

প্র। মহারাজ, রাজকন্যা আপনার দর্শনে এসেছেন—এখানে আসতে চান।

মহা। রাজকন্যা—কল্যাণী !

প্র। আজ্ঞে হঁ্যা—আমাদেরই রাজকন্যা !

মহা। এখানে আসতে চায়! কখনই না! এমন অবাধ্য কন্যার মুখদর্শন করব না।—যাও প্রতিহারিণি, এখানে আসতে তাকে নিষেধ কর।

প্র। তিনি বলছেন খুব জরুরী—

রাজা। তুমি যাও আমার হুকুম প্রতিপালন কর !

(প্রতিহারিণীর প্রস্থান)

রাণী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! কল্যাণী এখানে ! একবার পিতাপুত্রীতে দর্শন হলে আমার মতলব সবই ব্যর্থ হবে। (প্রকাশ্যে) বোধহয় তিনি আমার নামেই কিছু বলতে এসেছেন। দাসী ফুল লুট করেছে শুনলে মহারাজ পাছে অসন্তুষ্ট হন—হয়ত তিনি তার সাফাই করতেই আসছেন।

রাজা। আমি চল্লেম—মহিষি,—সে এখানে এসে পড়তে পারে—তার মুখদর্শন আমি করতে চাইনে !

(প্রস্থান—ও পথিমধ্যে কন্যাকে দেখিয়া
স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান)

কন্যা। (প্রণাম করিয়া) অভাগিনী কন্যার প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ।

রাজা। (স্বগত) সেই রকমই প্রতিকৃতি! প্রশান্ত সুমঙ্গলমূর্ত্তি! দেখলে ক্রোধ বিরাগ সব দূরে চলে যায়। এমন মধুরতার মধ্যেও এত ঈর্ষা বিদ্বেষ!

(নেপথ্যে—আগুন—আগুন—ইত্যাদি)

রাজকন্যা। মহারাজ, পিতা,—আমি প্রজাদের দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি। প্রজামণ্ডল অগ্নিদাহে ভস্মীভূত। ঐ শুনুন কিরূপ ক্রন্দন কোলাহল উঠছে!

রাজা। সেজন্য ত তোমার চিন্তার কোন কারণ দেখি না! মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা সকলে নির্ব্বাণ ব্যবস্থা করচেন।

কন্যা। আমি সেই কথাই নিবেদন করতে এসেছি;—আপনি যাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত আছেন—তারাই প্রজাপীড়ক।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও, তারাই আগুন লাগিয়েছে?

কন্যা। মহারাজ ক্ষমা করবেন—প্রজারা তাই বলছে—আরো বলছে—

রাজা। কি বলছে আমি শুনতে চাইনে—তুমি হয়ত বলবে—মহারাণীর আদেশেই এরূপ ঘটেছে—তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কন্যা। নিরীহ প্রজাদের অনুযোগ আপনি না শুনলে—কে শুনবে? কে তাদের প্রতি সুবিচার করবে?—সত্যই তারা মহারাণীকে—

রাজা। ক্ষান্ত হও, মাতৃনিন্দা মহা অধর্ম্ম,—তোমার এই ঈর্ষা আমার অসহ্য! তুমি আমাকে রাজধর্ম্ম শিখিও না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করে চল;—তাতেই রাজ্যের সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল দূর হবে!

(সক্রোধে প্রস্থান)

রাজকন্যা। উঃ কি করে আমি মহারাজের অন্ধ নয়ন ফোটাব! কি করে দুর্ভাগ্য প্রজাদের দুঃখ দূর হবে!

[পটক্ষেপ। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুরে রাণীর চারি জন সখী—

লতা, পাতা, ফুল, রেণু।

লতা। পাতা ভাই, এক দণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা নেই।

পাতা। চল ভাই আমরা রাজকুমারীর কাছে যাই —সেখানে প্রতারণা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা নেই ; কেবল স্নেহ, প্রীতি, ন্যায়, সুবিচার।

ফুল। ঠিক বলেছিস ভাই ; এখানে এই ঐশ্বর্য্য সম্পদের মধ্যেও হাহাকার— !

রেণু। কখন কি ব'লে বিষ নজরে পড়ব—সেই ভয়েই অস্থির।

লতা। এ মিথ্যা জীবন আর সহ্য হয় না— !

পাতা। চল ভাই আমরা রাজকন্যার কাছে যাই।

(আলো ছায়ার প্রবেশ—)

আ। তোরা ক্ষেপলি দেখছি ! আমাদের ত সুখের অভাব নেই—অত ন্যায়ান্যায় পীড়ন-অত্যাচারের সমালোচনায় দরকার কি ভাই আমাদের !

লতা। হ্যাঁ সুখ! গরীবদুঃখীর কান্না শোনাটা খুবই সুখ বটে!

পাতা। তোরা শুনতে পারিস্ শোন।

ফুল। যাকে দুচক্ষে দেখতে পারিনে তাকে রোজ চার বেলা মুখে ভালবাসা দেখান নিশ্চয়ই মহা সুখ!

রেণু। আর ত পারা যায় না!

আলো। তাতে হয়েছে কি—দুট মিষ্টি ঝুটো বলে যদি কাজ আদায় হয় তাতে কুণ্ঠিত হওয়াই ত মূঢ়তা।

লতা। তা যাই বল ভাই—আর কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।

পাতা। আমিও না—!

ফুল। আমিও না—!

রেণু। তোরা গেলে কি ভাই আমি একলা থাকব না কি?

ছায়া। তবে যা—সেখানে এক মুঠো খেয়ে যদি বনের মোষ তাড়াতে চাস্ ত যা।

আলো। আমরা ভাই তা পারবও না—যাবও না।

পাতা। হাজার কষ্ট হোক্ তবু ত সেখানে পাপের কষ্ট নেই।

ছায়া। আরে দেখা যাবে ধর্ম্মগিরি কদিন থাকে—!

আলো। আবার সেই আসতে হবে লো হবে,—এই বলে দিলুম।—এখন অভিনয়ে যাবি কি না বল দেখি?

লতা। না ভাই আমি যাব্ না। ও সব রঙ্গের গান আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না এখন।

পাতা! আমারো না—।

আলো। কিন্তু বুঝে দেখ—রাণী কি তাহ'লে রক্ষে রাখবেন?

ছায়া! শেষে ধনে প্রাণে মারা যাবি!

ফুল। তবে ভাই থাক্ আর রাজকন্যার কাছে গিয়ে কাজ নেই;—কি বলিস?

রেণু। চল ভাই তবে অভিনয়েই যাওয়া যাক্।

লতা। তা তোরা যে যাবি যা, আমি অভিনয়ে যাব না—আমি রাজকন্যার কাছেই যাব—মরি সেও ভাল।

পাতা। আমারও ভাই অসহ্য হয়েছে—আমিও যাব এখন স্বামীটিকে কেবল বাগাতে পারলে হয়। সেই নিরীহ জীবটিকে পর্য্যন্ত যখন এই নরকচক্রে ঘুরতে দেখি তখন একদণ্ড আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

আলো ও ছায়া। তা তোরা যা হয় কর—আমরা চল্লুম।

(আলোছায়ার প্রস্থান।)

লতা। চল্ ভাই আমরাও রাজকন্যার কাছে যাবার উদ্যোগ করি—।

পাতা। চল ভাই,—আমার আবার স্বামীটিকে বাগাতে হবে—। প্রস্থান।

সুসজ্জিত কক্ষ।

বিদূষক আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া
গোঁপে চাড়া দিতেছেন।

বি। গৃহিণী যা বলে তা কিন্তু ঠিক! রাজার যেন মতিচ্ছন্ন ধরেছে—প্রজামণ্ডলে আগুন লাগলো—আর রাজা কিনা অন্তঃপুরে প্রমোদমগ্ন! সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয় হয়েছে! রাজকন্যারই আশ্রয় নিতে হোল দেখছি? কিন্তু স্থানটা শুনেছি খুব কঠোর! কেবল চালকলা খেয়ে কি কাটাতে পারব? সেইটাই ভাবছি। তা ব্রাহ্মণীও ত সঙ্গে থাকবে। ভাবনা কি? সে নিশ্চয়ই আমার জন্যে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করবে। ডান চোখটা নাচছে যে!

হাসিটি যেন সত্যই হাসি! তাকে দেখলে ক্ষুধা তৃষ্ণাও থাকবে না আর! গিন্নি তুমি কিন্তু ঠাকরুণ নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছ—আমি এই বলে খালাস! আচ্ছা—সেই আদ্যি যুগ থেকে মেয়েরা দেখ্‌ছি সমান বোকা! রত্নাবলীকে ঘরে এনে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে তখন কাঁদলে কি আর কেউ চ'খের জল মোছায়! এ শর্ম্মাকে দেখে যে, সে রত্নাবলীটিও মনটি ঠিক রাখতে পারবে—তাত কিছুতেই মনে হয় না।

(মাথা নীচু করিয়া অবলোকন পূর্ব্বক)

খুঁতের মধ্যে এই টাকটুকু—তা সহজেই বাগাতে পারব।

(পার্শ্বের চুল দ্বারা সযত্নে টাক আচ্ছাদনের প্রয়াস,—এমন সময় পাতার প্রবেশ।—তাহাকে দেখিয়া টাক ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি পুনরায় গুম্ফ আক্রমণে ব্যস্ত।)

পাতা। গোঁপে যে খুব চাড় পড়েছে—এদিকে রাজ্যে হুলস্থূল!

বি। এস এস প্রেয়সি—আমার প্রাণ সমুদ্রে বাণ—আমায় জীবন মাঠে ধান—! (স্বগত) তাকে এই রকম করে বল্লেই বোধ হয় ঠিক হবে।

(আনমনে পুনরায় টাক বিন্যাস—)

পা। দেখ অত করে আর চুল বাগাতে হবে না—যে রূপ আছে তোমার,—তাতেই মরে আছি!

(হাত দিয়া চুলগুলা লণ্ডভণ্ড করণ)

বি। (শশব্যস্তে অর্দ্ধ হাত দূরে গিয়া) আরে কর কি কর কি? (স্বগত) টের পেয়েছে দেখছি (প্রকাশ্যে—) কেন প্রেয়সি—তোমরা রূপে শান দাও তাতে দোষ নেই আর আমাদের বেলাতেই মানহানির দণ্ড!

পাতা। তোমাদের এখন তরবারে শান দিতে হবে—দেখছ কি সময় বড় খারাপ পড়েছে।

বি। তবেই হয়েছে—আমি ঢাল তরবার ধরলেই রাজ্য সাবাড়!

পাতা। আচ্ছা মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলতে পার না?

বি। সর্ব্বনাশ! এতদিন রাণীর সখিগিরি করে তোমার এরূপ বুদ্ধি হয়েছে? তাঁরা যদি বলেন—সূর্য্য পশ্চিমে উঠেছে—তা কখনই মিথ্যা হবার নয়—বুঝলে ত?

পা। তবে চল সখাগিরি সখিগিরি ছেড়ে রাজকন্যার আশ্রমে যাওয়া যাক্! তোমাকে নিয়ে যেতেই আমি এসেছি।

বি। (স্বগত) তা একবার গিয়েই দেখা যাক না,—তেমন তেমন দেখি—সরে পড়তে কতক্ষণ! (প্রকাশ্যে) তা চল না—তুমি যে পথে যাবে শর্ম্মা তোমার আঁচলে বাঁধা।

গান

কীর্ত্তনের সুর।

মান যাও ভুলে—চাও মুখ তুলে
ওগো গরবিনী-ধনী-রাধা—!
হের বৃন্দাবন ধন গোপীমোহন,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা—
ঐ শ্রীচরণমূলে বাঁধা।
হের—ভূমিতে লুটায় মুরলীখানি,
নীরব সরব রাগরাগিণী
সপ্তসুর ললিত মধুর—
তব নামে যে গো সাধা—!

ওগো তুমি রাধা তার মাথার মণি—
আমাদের শ্যামরাজা সে তোমাতে ধনী,
তুমিই তাহার বাসনা কামনা—
ধরমে করমে বাধা।

গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেনাপতির কক্ষ।

(কক্ষে পদচারণা করিতে করিতে)

সেনা। এতদিনে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত! প্রজাদের বিদ্রোহী করে তুল্‌তে আর বেশী প্রয়াস পেতে হবে না। তারপর তারা যদি জেতে ত আমি সিংহাসনে উঠবই, আর হারে তাহলেও মহারাজ জানবেন—আমিই বিদ্রোহ দমন করেছি। এ চালের আর মার নেই!

(অধীনস্থ সেনানায়ক ধ্রুবকুমারের প্রবেশ।)

ধ্রুব। নমস্কার সেনাপতি।

সেনা। নমস্কার ধ্রুবকুমার -- খবর কি বলদেখি ? (স্বগত) এই লোকটাকে দিয়েই আমার কার্য্যসিদ্ধি করব! লোকটা অত্যাচারবিরোধী, কিন্তু প্রকৃত বীর,

এ যদি একবার নেতা হয়ে দাঁড়ায়—তাহলে প্রজারা সহজেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

ধ্রুব। সেনাপতি শুনেছেন—ঘরে আগুন লাগায় যে সব প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে রাজদরবারে অভিযোগ করতে গিয়েছিল—তারা বিদ্রোহী ব'লে বন্দী হয়েছে! উঃ কি অরাজকতা! শাসনের নামে কি অশাসন—বিচারের নামে কি অবিচার!

সেনা। সেটা তুমি আজ নতুন ক'রে বুঝছ—আমরা অনেক দিন থেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে এই জ্বালা ভোগ করছি—কিন্তু কি করব বল?

ধ্রুব। কি করবেন?—মহারাজকে বুঝিয়ে বলবেন! তিনি ত দেখতে পাই, আপনার কোন কথাই অগ্রাহ্য করেন না; তিনি ত দেখি আপনার উপরেই সমস্ত ভার দিয়েছেন,—আপনি যদি প্রজাদের একটু আশ্বাস দেন—যে তাদের উপর অত্যাচার হবে না, তা হলেই তারা শান্ত হয়। একটু দয়া একটু অনুগ্রহের উপর রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করছে। অত্যাচারের সম্পর্ক ঘুচিয়ে স্নেহের সম্পর্কে তাদের আবদ্ধ করুন—দেখবেন রাজ্য মঙ্গলশ্রীতে ভ'রে উঠেছে।

সেনা। (স্বগত) রাজ্যের মঙ্গলে আমার মঙ্গল হয় কই? (প্রকাশ্যে) বোঝনা না হে একটু প্রতাপ না দেখালে প্রজারা মাথায় চড়ে বসে; প্রতাপ প্রভাবই হচ্ছে রাজ্য শাসন।

ধ্রুব। আপনি কি সত্যি তাই মনে করেন ?

সেনা। আমি কি মনে করি না করি তাতে ত কাজ চলে না—মহারাজ তাই মনে করেন। আমি তাঁর দাস।

ধ্রুব। এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারিনে—আমি বেশ বুঝতে পারছি তিনি প্রকৃত কথা কিছু জানেন না। আপনি সাহস করুন—তাঁকে বুঝিয়ে বলুন—দেশরক্ষা করুন।

সেনা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন! আমি যতক্ষণ তাঁর আজ্ঞা পালন করব—ততক্ষণই তাঁর সেনাপতি—।

ধ্রুব। তবে কি আপনি বলতে চান—আমাদের রাজা সত্যই এত নিষ্ঠুর—এত অত্যাচারী—এত—

সেনা। তা আমি বলছিনে। আমি বলছি—রাজা যে রকম করে রাজ্য শাসন করতে চান, অবনত মস্তকে তাই তোমাকে সুশাসন বলে মেনে নিতে হবে।—

ধ্রুব। তা আমি পারব না, তাহলে আমি সৈনিক পদ ত্যাগ করব। অন্যায় জেনে, বুঝে ভ্রাতৃরক্তে আমি অসি কলঙ্কিত করতে পারব না।

সেনা। তা হলে তুমি বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করবে ?

ধ্রুব। তারা বিদ্রোহী নয়—তারা সুবিচারপ্রার্থী!

সেনা। তথাপি রাজাদেশে তারা বন্দী—রাজবিচারে তারা বিদ্রোহী, তাদের পক্ষ গ্রহণ করাই বিদ্রোহিতা!

তুমি বিশ্বাস করবে না—এরূপ আদেশ পালন আমার পক্ষেও কিরূপ কষ্টকর!—সময় সময় বিদ্রোহিতা ভাবে আমার রক্তও জ্বালামুখীর ন্যায় ফুটে উঠতে থাকে, তবু আমি নিরুপায়,—আমি দাস।

ধ্রুব। হা ভগবান! এই রকমেই—রাজভক্ত প্রজারাও অবশেষে সত্যই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে!—আমার কথা শুনুন —আপনি মহারাজকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলুন?

সেনা। নিশ্চয় জেনো—তাতে আমিই কেবল বিদ্রোহী বলে গণ্য হব। তখন কি তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে?

ধ্রুব। রক্ষা করতে পারব কি না জানি না,—কিন্তু তা যদি হয় আমিই নেতা হয়ে রাজবিরুদ্ধে দাঁড়াব। যাঁকে ভগবান প্রজারক্ষার ভার দিয়েছেন—তিনি যদি প্রজাপীড়ন করেন—তখন আর তাঁকে পিতা মনে করতে পারিনে। কিন্তু তার আগে—আমি নিজে মহারাজকে সব জানাব—!

সেনা। (হাসিয়া) বেশ তাই কর, দেখ কি ফল লাভ হয়!

ধ্রুব। হাসবেন না! আপনার এই অবিশ্বাসে আমার অন্তরের বল যেন সব নিঃশেষ হয়ে আসে। অথচ আমার অন্তরাত্মা বলছে, পুণ্যের জয়—ধর্ম্মের জয় অব্যর্থ, মহারাজ সত্যই নিষ্ঠুর নন। যতক্ষণ দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, আমি এই অমঙ্গল

দূর করতে চেষ্টা করব। যাই,—দেখি কি উপায় করতে পারি ।

প্রস্থান।

মন্ত্রী। নাঃ—যা আশা করেছিলেম হোল না, এ'কে বিদ্রোহী করা দেখছি সহজ নয়। বেশ বুঝছি এ-ই আমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কণ্টকটাকে যে এখন সরাতে পারলে হয়! সেজন্য ভাবনাই কি এত! একটা কুটাকে খণ্ড করতে বেশী বলের আবশ্যক করে না। তারপর রাজলক্ষ্মী যে আমার অঙ্কশায়িনী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।—কিন্তু রাজ্যই বৃথা—যদি না রাজকন্যাকে লাভ করি।—এত চেষ্টাতেও ত তাঁর একদিন দর্শন পেলেম না! অথচ আর সকলে অনায়াসেই তাঁর দর্শন পায়! যখন সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে বন্দিনীকে সম্মুখে দাঁড় করাব—তখন? তখনও কি ভিক্ষুক রমণী আমার মহিষী হতে শ্লাঘা অনুভব করবে না! তা যদি হয় তা যদি হয়—তখন সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হবে। এখন রাজ্যধ্বংসের উপায় দেখা যাক।

প্রস্থান।

(রাজপথে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। একি কাণ্ড জেনে এলাম! উঃ কি ষড়যন্ত্র! সত্যই যে বিদ্রোহিতার আয়োজন হচ্চে! আর সেনাপতিই

তার মূল! কি ক'রে মহারাজকে সাবধান করা যায়! তিনি দেখছি এদের হাতে যন্ত্রস্বরূপ! হায় হায়! কি উপায়ে তাঁকে সব জানাব! রাজকন্যার কাছে গেলে হয়ত কোন উপায় হতে পারে! দেখি যদি তাঁর দর্শন পাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ। রাজকন্যা মৃগচর্ম্মে আসীনা,

সম্মুখে ভূমিতলে বীণাটি পড়িয়া।

রাজ। এর চেয়ে সব কষ্টই সুখ; কি করে এ অত্যাচার নিবারণ করব? পিতাকে সাবধান করব? কে আমার সহায় হবে! কে আমাকে পথ দেখাবে!— হরি, দয়াময় কোথায় তুমি?

(পূজাসম্ভার হস্তে সখীগণের প্রবেশ)

হাসি। আমরা এসেছি রাজকন্যে, প্রদক্ষিণ শেষ করে —আসুন এবার পূজা আরম্ভ করি।

রাজ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ আজ যে সরস্বতী পূজা

ভুলে গিয়েছিলুম হাসি। হায়! আজ এই পূজার দিনেও কেন পুণ্য মিলনসঙ্গীতে জগৎ সুধাসিক্ত দেখতে পাচ্ছিনে!

(মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সকলের গান)

মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী
গাও পুণ্য সুমিলন গান;
সুভাব সঙ্গীত বন্যা সরিতে,
ঘুচাও, ঘুচাও এ ভারতে,
দ্বেষ বিদ্বেষ হীন স্বার্থ অভিমান।
আর্ত্ত শোণিত পাতে, দীপ করোটি ভাতে,
হের গো ভারতি,—
একি তোমার অর্চ্চনা আরতি,
পুণ্য পূজা অপমান!
দীন অভাজনে, করুণা বিতরণে,
দেহ চেতনা,—
নিবার পাপ, কর সুধা বর দান!
প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত,
বীণা তানে—
দেবি, প্রীতিপূরিত কর পৃথ্বীবিমান।
বাক্যে কর্ম্মে ভাবে ধর্ম্মে যজ্ঞে যাগে
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিলন রাগ উদার জ্ঞান।

রাজ। (প্রদক্ষিণান্তে) স্বস্তি স্বস্তি, দেবি প্রসন্ন হও

সকলে। পঞ্চনদকুমার ও রাজকন্যার মঙ্গল হোক—।

হাসি। (স্বগত) হায়! মনে হচ্ছে যেন দেবীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো!

রাজ। মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, সর্ব্বভূতের মঙ্গল হোক, অভাগা অসহায় দুঃখীজনের দুঃখ দূর হোক্—।

(নেপথ্যে ভীষণ নাগাড়া শব্দ। সকলে চমকিয়া উঠিল, হস্তের দ্রব্যাদি স্খলিত হইয়া পড়িল।)

রাজ। (সোৎকণ্ঠে) একি! আজ অসময়ে এই ভীষণ নাগাড়া কেন ধ্বনিত হচ্ছে!

সখিগণ। তাইত আজ সরস্বতী পূজার দিনে চামুণ্ডা-মন্দিরের নাগাড়া কেন বেজে উঠলো!

রাজ। হায় হায়! হয়ত কোন অভাগার বলিদানই বা হচ্ছে! হয়ত কোন নিরপরাধী শূলমঞ্চেই বা উঠেছে! যাও সখিগণ তোমরা যাও সংবাদ আন; এই উৎকণ্ঠা নিয়ে কি করে দেবীপূজা করব! আমি দেখি কোন রকমে মহারাজের যদি একবার দেখা পাই।

(সকলের প্রস্থান, ও কিছুপরে রাজকন্যার একাকী পুনঃপ্রবেশ)

রাজ। দেখা পেলেম না, কিছুতেই দেখা পেলেম না! হায়! আমার অসহায় নিরপরাধ আশ্রিতদের আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না! ওঃ পারিনে,—আর

পারিনে! শুনেছি রাজপুত্র পঞ্চনদ আমার হস্তপ্রার্থী—তিনিই তবে আসুন; আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যান,—এই অত্যাচার নিষ্ঠুরতা আমি আর চোখে দেখতে পারিনে,—রাজা যখন রাজকর্ম্ম রাজধর্ম্ম ভুলেছেন তখন ক্ষুদ্র আমার আর কি সাধ্য! এস রাজপুত্র এস—আমাকে নিয়ে যাও, আর পারিনে,—আমি পারিনে—!

(মুদ্রিতনেত্রে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়া পুনরায়)

কি ভয়ানক! কাদের ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি? এই আমার অনাথ সন্তানদের,—অত্যাচারিত ভাইভগিনীদের দুঃখসমুদ্রে ফেলে রেখে আমি সুখী হতে চলে যাব? হায়! কি করে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার এ ভাব মনে এল। তারা যদি অগ্নির জ্বালা সহ্য করে তবে আমি কি তা পারব না! সুখের চেয়ে সে আগুনও যে আমার উপভোগ্য? না—চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব,—অসম্ভব! আমি শুধু বন্ধু চাই, সহকারী চাই, সহায় চাই। এস পঞ্চনদ এস,—শুনেছি তুমি করুণহৃদয়, ন্যায়বান, তুমি এসে এই অত্যাচার নিবারণে আমার সহায় হও, এস বন্ধু—এস—!

(ধ্রুবকুমারের আগমন—ও বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকন্যাকে নিরীক্ষণ)

ধ্রু। কি পুণ্যমহিমময়ী মূর্ত্তি? দেখলে হৃদয় আনন্দে

আর্দ্র হয়ে উঠে। স্বর্গের শিশির ধারার মত পবিত্র সেই আনন্দবারি ঢেলে চরণ ধৌত করতে ইচ্ছা হয়।

(নিকটে আসিয়া)

দেবি নমস্কার !

রাজ। (স্বগত) কে এ সৌম্যমূর্ত্তি, পুণ্যরূপ যুবাপুরুষ ? বিধাতা কি আমার প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে এঁকেই আমার সহায় স্বরূপ পাঠালেন ? (প্রকাশ্যে) কে তুমি ভদ্র ?

ধ্রু। দেবি, পুণ্যবতি, আমি রাজসৈনিক, আপনার দাস, কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে চরণ দর্শনে এসেছি।

রাজ। বল ভদ্র কি কাজ ?

ধ্রু। রাজার বিরুদ্ধে প্রবল ষড়যন্ত্র চলেছে—আমি গোপনে জানতে পেরেছি। প্রজাদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহিতার উদ্যোগ হচ্চে—অতি সত্বর কার্য্য আরম্ভ হবে।

(নেপথ্যে নাগাড়ার শব্দ)

ঐ শুনুন নাগাড়ার শব্দ,—চীৎকারউল্লাস !

রাজ। এ তবে বিদ্রোহী প্রজাদের ঘোষণা—?

ধ্রু। কিন্তু মহারাজ এ ঘোষণায় বধির, তিনি ভাবছেন চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে তাঁর আদেশে অপরাধীর বলিদান হচ্চে। তিনি শত্রুকে মিত্র ভেবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তমনে আমোদ প্রমোদ করছেন। দেবি তাঁকে সাবধান করুন, এই মুহূর্ত্তে সাবধান করুন। এই কথা বলতেই আমি এসেছি।

রাজ। ভ্রাতঃ, এ-কি বলছ তুমি?—আমিও যে তাঁর নিকট অবিশ্বাসী—এইমাত্র তাঁর দ্বার হতে তাড়িত হয়ে আসছি।

ধ্রু। কি উপায় তবে? না সাবধান করতে পারলে—হয়ত আজ রাত্রেই তিনি বন্দী হতে পারেন।

রাজ। ভ্রাতঃ যাও, তুমি যাও, যে উপায়ে পার—তাঁকে রক্ষা কর।

ধ্রু। দেবি, আপনি আমাকে ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন—আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আমার প্রাণে অসীম উদ্যম, দেহে অমিত বল সঞ্চার হচ্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার স্বল্প সেনা নিয়েও নিশ্চয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে পারব।

রাজ। যাও ভ্রাতঃ যাও, ভগবান তোমার সহায় হোন্, এ যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রেরণা,—এ জয়ে কেবল রাজরক্ষা নয় রাজ্যরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা। ভগবান তোমার সহায় হোন্।

ধ্রু। চল্লেম। সম্ভবত যুদ্ধ করতেই হবে না, তাদের অভিসন্ধি প্রকাশ হয়েছে—এ কথা রাষ্ট্র হলে আপনা হতেই বিদ্রোহ দমন হয়ে যাবে। তা যদি না হয়—শেষ পর্য্যন্ত আমি সেনাপতিকে ব্যর্থ করতে চেষ্টা করব,—অকৃতকার্য্য হয়ে না ফিরি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

(অবনত জানু হইয়া রাজকন্যাকে তাহার নমস্কার। পূজার ফুল মস্তকে দিয়া রাজকন্যার তাহাকে আশীর্ব্বাদ)

রাজ। যাও ভ্রাতঃ, যাও ভাগ্যবান্, কর্ত্তব্য পালন কর —যাও পুণ্যবান্,—ধর্ম্ম যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ কর।

ধ্রু। (উঠিয়া) আপনার আশীর্ব্বাদে ধর্ম্মের বল আমি হৃদয়ের প্রতি অণুতে পরমাণুতে অনুভব করছি— ।

—জয় মহারাজের জয়,—জয় রাজকন্যার জয়—জয় সত্যের জয়—জয় জয় ধর্ম্মের জয়!

(প্রতিবাক্যের সহিত তরবারি উত্তোলন এবং শেষে উত্তোলিত তরবারি মস্তকে স্পর্শ করত নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।)

রাজ। হায়! হৃদয় তবু আশ্বস্ত হচ্ছে না,—হয়ত এই ষড়যন্ত্রে মিত্রজনই শেষে নিষ্পেষিত হবে!—হয় হোক্—তাতেই বা দুঃখ কি! এ মৃত্যু জীবনের চেয়েও প্রার্থনীয়, সুখের চেয়েও বরণীয়!

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাজান্তঃপুর। রাজা ও মহিষী উপবিষ্ট।)

রাজা। মহিষি, আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথা উঠেছে তোমার সিপাহীসৈন্য দাসদাসী প্রজাপীড়ন করে,—তোমার ভ্রাতা সেনাপতি অবিচারে প্রজাগণকে শাস্তিদান করেন—তোমারি আজ্ঞায় প্রজাদের ঘরে আগুন লাগান হয়েছিল,—এই সব।

রা। মহারাজ! তাই কি তুমি বিশ্বাস করেছ?

ম। আমি বিশ্বাস করব! কিন্তু তোমার শুভ্র নামে এই বৃথা অপবাদও আমার পক্ষে অসহ্য কষ্টকর।

রা। আমারি দুর্ভাগ্য! আমি প্রজাদের সন্তান তুল্য ভালবাসি—তবু তারা আমার নামে অপবাদ রটায়!

ম। কিন্তু এর ত প্রতিকার করা চাই!

রা। প্রতিকার! কি বল মহারাজ! এর প্রতিকার কি করে হবে, আমার মৃত্যু ভিন্ন এর প্রতিকার আর কিছুই নেই।

ম। মহিষি, তুমি কি ভুলে যাও, ও রকম কথায় প্রতিশোধের স্পৃহা আরো জ্বলন্ত হয়ে ওঠে! যারা এরূপ মিথ্যা রটনায় সাহস করে—তাদের শাস্তিবিধানই এর প্রতিকার।

রা। নিরীহ নির্ব্বোধ সব প্রজা—তাদের শাস্তি দেবার কথা মনেও এন না মহারাজ! তাদের কি দোষ? গৃহ বিচ্ছেদই এর মূল। যে কথা বলতে আমার একেবারেই ইচ্ছা করে না এমনি অদৃষ্ট যে বাধ্য হয়ে সেই কথাই আমাকে বলতে হয়। নির্দ্দোষ প্রজাদের উপর তুমি রাগ করবে তাও ত আমি সইতে পারি না!

ম। বল তবে তুমি কি জান মহিষি!—

রা। বলতে যে মুখ বন্ধ হয়ে আসে—!

ম। তবু বল, আমার অনুরোধ বল!

রা। তবে বলি—রাজকন্যার শত্রুতাই এ কথার কারণ।

ম। (স্বগত) তা ত আমি বেশ বুঝতে পারছি।

রা। যদি বল্লেম তখন সব কথাই খুলে বলা ভাল। শুনছি—রাজকন্যাই প্রজাগণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন। তুমি ত রাজকার্য্য নিয়েই ব্যস্ত—কিছু ত খবর রাখ না—রাজকন্যাই এ রাজ্যের রাজা—তাঁর মহল হচ্ছে—একটি দরবারস্থান। যত প্রজাদের আদরআবদার বিচার পরামর্শ সব সেখানে চলে।

ম। আর বলোনা—থাক। দিয়ে দাও মহারাণি, বিয়েটা দিয়ে দাও, এ রাজ্য থেকে দূর হয়ে যাক্।

রা। বিয়ে করলে ত? তবে আরও একটু খুলে বলতে হয়—কিন্তু মুখ যে ফোটে না!

ম। না বল মহারাণি আমার জানা আবশ্যক।

রা। সে পঞ্চনদকে কিছুতেই বিবাহ করবে না। ধ্রুবকুমার বলে কে একজন সৈনিক আছে, শুনছি—তারই প্রতি সে অনুরাগিণী, তাকে রাজ্যে বসানই তার উদ্দেশ্য—!

রা। বিশ্বাস হচ্ছে না,—বিশ্বাস হচ্ছে না—আর যতই দোষ থাক্, আমার কন্যা সে কথনো দুশ্চরিত্রা হতে পারে না।—

রা। প্রার্থনা করি মহারাজ, এ কথা মিথ্যাই হোক। কিন্তু সকলেই ধ্রুবকুমারকে তার কাছে সর্ব্বদা দেখতে পায়—।

ম। যদি সত্য হয়—তাহলে চামুণ্ডার নিকট বলিদানেই তার প্রায়শ্চিত্ত,—এই আমাদের বংশের নিয়ম। কিন্তু প্রমাণ চাই,—প্রমাণ চাই।

(নেপথ্যে—চীৎকারকোলাহল ও নাগাড়ার শব্দ)

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

প্র। মহারাজ—সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান; প্রজাগণ বিদ্রোহী—!

ম। এ আবার কি ব্যাপার!

(ত্রস্তে উঠিয়া দ্বারদেশে আগমন)

সেনা। (অন্তরাল হইতে) মহারাজ—দারুণ ষড়যন্ত্র,—রাত্রিকালেই—রাজবাটী আক্রমণ করবার উদ্যোগ হচ্ছিল; সৌভাগ্যক্রমে আমি সেটা ব্যর্থ করতে পেরেছি।

মা। সত্য! কি ভয়ানক! কে নেতা?

সেনা। ধ্রুবকুমার। তার দল ছিন্ন হয়ে গেছে—কিন্তু তাকে ধরতে পারিনি,—সে পলায়ন করেছে। শুনছি রাজকন্যা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—।

ম। উঃ আমি যে পাগল হয়ে যাব! যাও সেনাপতি—তুমি বিদ্রোহীদের বন্দী কর—আমি এখনি রাজকন্যার কাছে যাচ্ছি।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

রা। উঃ বড় ভয়ে ভয়ে ছিলেম,—কিন্তু দেবী চামুণ্ডা উদ্ধার করেছেন—চারিদিকের মেঘ কেমন আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে আমার সৌভাগ্যসূর্য্যকে প্রকাশ করে তুলছে।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। জয় হোক মহারাণীর!

রা। বল খবর কি?

মাত। খবর কত বলব? এক মুখে বলা যায় না। একদিক থেকে ফাঁশি, শূল, কারাবন্ধন, দীপান্তর।

রা। বল বল ভাল করে বল,—প্রাণটা প্রফুল্ল হয়ে উঠুক—ফুল যেমন সূর্য্যকিরণে একটু একটু করে খোলে তেমনি করে হৃদয়দল বিকশিত হতে থাকুক্।

মাত। যারা বলেছিল—মহারাণীর হুকুমে আগুন লেগেছে—তাদের ফাঁসি, যারা রাজদ্বারে আবেদনে এসেছিল

তারা উত্তেজক বলে নির্ব্বাসিত ;—যারা চুপেচুপে আলোচনা করেছিল তারা বেত্রাহত ; যারা দাঁড়িয়ে দেখেছিল—তারা বন্দী—।

রা। তার পর ? এ বিদ্রোহটা আবার কি ব্যাপার বল দেখি !

মা। সেটা এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে মনে হচ্ছে রাজকন্যাকে ও ধ্রুবকুমারকে জব্দ করবার জন্যই সেনাপতির এ আর একটা ফন্দী।

রা। বেশ হয়েছে ! ঠিকই হয়েছে। মহারাজ রাজকন্যার পুরে গেলেন, এখন তাকে সেখানে দেখতে পেলে হয়।—চামুণ্ডে বলির রক্তে তোমার চরণ ধৌত করব দেবি, যেন মহারাজ সেখানে ধ্রুবকুমারকে দেখ্‌তে পান। তা নইলে—আমার সমস্ত আয়োজন সমস্ত উদ্দেশ্য—বৃথা হবে।

মা। অভিনয়ের সব ঠিক, চলুন—দর্শন করবেন—।

রা। চল চল আজ আমার জয়ের দিন হর্ষের দিন !

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পথসন্নিহিত উদ্যান-ভূমি।

নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল,—নাগাড়া শব্দ, অস্ত্রধ্বনি,
চীৎকার আস্ফালন ইত্যাদি।

উৎকণ্ঠিত ভাবে রাজকন্যার প্রবেশ।

রাজ। (আকাশের দিকে চাহিয়া) উঃ আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন! দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যা ভ্রম হচ্ছে। রাত থেকে যুদ্ধ চলেছে এখনো ত কোলাহলের নিবৃত্তি নেই—ক্রমশঃই যেন বাড়ছে! কোন্ পক্ষের জয় হোল কিছুই ত বুঝতে পারছিনে। যাকেই সংবাদ আনতে পাঠাচ্ছি সে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে! (করযোড়ে) হরি, বিপদের কাণ্ডারি, দয়াময়, রক্ষা কর প্রভু!

(হাসির ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ।)

রাজ। বল বল কি সংবাদ হাসি!

হাসি। রাজকন্যে, উঃ কি দৃশ্য সে কি দৃশ্য!

রাজ। মহারাজ অক্ষত ত?

হাসি। কি বলব রাজকন্যে কিছুই জানি নে। শুধু কানে বাজছে সেই গগনভেদী চীৎকার হুঙ্কার, আর চোখের উপর নৃত্য করছে সেই সহস্র হস্তের অসির ফলক, রক্তের ঝলক, কাটামুণ্ড আর কাটা দেহ!

রাজ। (স্বগত) বল দাও প্রভু, বল দাও

হাসি। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাজকন্যে—! তবু দূর থেকে দেখেছি ; তোমাকে যে একা ফেলে গেছি—নইলে—

রাজা। ধ্রুবকুমার—হাসি ?

হাসি। জানি নে রাজকন্যে, কি করে জানব কে ধ্রুবকুমার ?

রাজ। (স্বগত) হৃদয় যে অবসন্ন হয়ে আসছে।

হাসি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সেই চলন্ত মানুষের দল, মারছে কাটছে চীৎকার করছে—আর—

রাজ। (স্বগত, একি আশঙ্কা—এ যে তাঁর মঙ্গল শক্তির প্রতি অবিশ্বাস !

হাসি। আর আহত হয়ে মাটিতে পড়ছে। তার মধ্যে কে শত্রু কে মিত্র, কে আত্মীয় কে পর কি করে জানব—কি ক'রে চিনব রাজকন্যে !

রাজ। (স্বগত) তবু ভক্তি অটল রাখ দেব ;—বিশ্বাস অবিচলিত হোক্।

হাসি। হায় ! হায় ! কত আত্মীয় স্বজনকে না জানি হারালেম—!

রাজ। তাই হয় হোক, অন্ধকার প্রভাতের আগমনই ঘোষণা করে,—ঝটিকা শান্তিরই পূর্ব্ব সূচনা, সেই শোণিত পাতেই—যদি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাই হোক্ ! বল দাও প্রভু বল দাও।

(নেপথ্যে দ্বিগুণতর কোলাহলহুঙ্কার, মার মার কাট কাট ধ্বনি, উভয়ের ব্যাকুল ভাবে পথের দিকে নিরীক্ষণ)

হাসি। (ভীত চকিতভাবে) রাজকন্যে বিদ্রোহীরা এই দিকেই আসছে, কি জানি তাদের মনে কি আছে, মন্দিরে চলুন, মন্দিরে চলুন— !

(মন্দিরাভিমুখে লইয়া যাইবার ইচ্ছায়
রাজকন্যার হস্ত ধারণ)

রাজ। শান্ত হও হাসি, নির্ভয়ে থাক। আমাদের প্রতি এরা কখনই কোন অত্যাচার করবে না—একি— একি— !

হাসি। (রাজকন্যার হস্ত ত্যাগ করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) দেখুন দেখুন—সত্যই তারা এই দিকেই আসছে— এইখানেই—

রা। এ যে ধ্রুবকুমার ! অভিমন্যুর মত চারিদিক থেকে তাকে সকলে আক্রমণ করেছে। ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ —থাম থাম—

(নেপথ্যে)

বহু কণ্ঠে। এ যে আমাদের রাজকন্যা,—তিনি কি আদেশ করছেন শোন— !

রাজ। তোমরা আমার ভাই, আমার সন্তান—অসহায় আহতজনকে আঘাত করো না তোমরা।

(নেপথ্যে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে)

১। ছেড়ে দাও তবে ছেড়ে দাও,—

২। যাঃ তবে। বড় ভাগ্যের জোর বেটার, বেঁচে গেল।

৩। বেশ বাগিয়ে জালে ফেলা গিয়েছিল মস্ত মাছটা ফস্কে গেলরে—!

রাজ। ইনি আমাদের শত্রু নন, মিত্র, সহায়, বন্ধু—।

(নেপথ্যে)

বহুকণ্ঠে। এ বেটারা কে শত্রু কে মিত্র তাত বোঝার যো নেই—সবাইকেই এক কোপে নিকাশ করতে পারলেই মঙ্গল!

১। কিন্তু রাজকন্যে আদেশ করেছেন তার উপর ত কথা নেই। যা বেটা যা তোর অনেক পরমায়ু—!

সকলে। প্রণাম হই রাজকন্যে, জয় আমাদের রাজ-কন্যার জয়—জয় জয়।

(জয়ধ্বনি করিতে করিতে নেপথ্য হইতে সকলের প্রস্থান—রক্তাক্তদেহে ধ্রুবকুমারের প্রবেশ)

ধ্রু। দেবি, ভগিনি, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, মহারাজ অক্ষত, বিদ্রোহ নিবারিত হয়েছে।

(বলিতে বলিতে পদতলে ভূমিতে পতন)

রা। জল হাসি জল—শীঘ্র ঐ পুকুর থেকে জল আন! (পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হায়! কিন্তু তুমি যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এসেছ ভ্রাতঃ!

(হাসির প্রস্থান। রাজকন্যা ধ্রুবকুমারের
অঙ্গবস্ত্র উন্মোচনে নিরত)

রা। (রক্তাক্ত অঙ্গরক্ষা খুলিতে খুলিতে) ভ্রাতঃ তুমিই ধন্য! তোমার জীবন মৃত্যু সবই ধন্য! সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য এ জীবন তুমি তুচ্ছ করেছ! হায়! তবু কেন চোখের জল মানছে না! উঃ একখানা ভাঙ্গা বর্ষাফলক এখনো বুকে বিঁধে রয়েছে—রক্তে যে স্থান ভেসে গেল!

(বর্ষাফলক তুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ও অঞ্চল বস্ত্রে
রক্ত মার্জ্জন।

ধ্রু। (মুদ্রিতনেত্রে হস্ত আস্ফালন করিয়া) দুর্বৃত্ত—কৃতঘ্ন!

রা। শান্ত হও, শান্ত হও বৎস,—তুমি জয়ী হয়ে এসেছ।

ধ্রু। (চক্ষু খুলিয়া) ভগিনি, দেবি, এ তুমি। কি শান্তি! কি আনন্দ! মহারাজ অক্ষত—সেনাপতি ব্যর্থ—আঃ—!

(পুনরায় মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান। উদ্যান ভুমিতে পতিত
একটা জীর্ণ ঝারিতে করিয়া হাসির জল লইয়া আগমন।)

রাজ। (ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থানে জল দিতে দিতে) যাও হাসি তুমি আবার যাও, ছুটে প্রলেপাদি নিয়ে এস—আর পথে পাকে পাও শিবিকা আনতে বলো।

হা। আর তুমি একলা—

রা। যাও হাসি দেরি করো না। আমি একলাই সেবা করছি যাও—

(হাসির প্রস্থান)

রাজকন্যা। (ধ্রুবকুমারের ক্ষতস্থান ধৌত করিতে করিতে)—হায়! এ শোণিতে কি মহারাজের জাগরণ হবে না—হবে না! ধর্ম্মের আলোকে সত্যের আলোকে তাঁর অন্ধ নয়ন খুলে যাবে না?—অসত্যের জয় যে অল্পদিন সত্যের জয় চিরন্তন—!

ধ্রু। (মুদ্রিত নেত্রে) কোথায় গেল কোথায় গেল, তাকে যে ধরতে পাচ্ছিনে—!

রা। শান্ত হও ভ্রাতঃ। হায়! এখনো যুদ্ধের মধ্যেই বিরাজ করছেন! একি এঁর বক্ষ থেকে একি রত্ন হাতে খুলে এল, জলে ধুয়ে যেন তারার মত জ্বলছে— একি একি! এ যে আমারই ভ্রাতার কবচ! ভ্রাতঃ, বৎস, বীর, এতদিন যে আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলেম! প্রিয়তম, প্রাণাধিক আজ কি মৃত্যুতে তোমাকে পেলেম!

(নত হইয়া দুই হস্তে ধ্রুবকুমারের কণ্ঠবেষ্টন। রাজার প্রবেশ ও স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

রাজা। সত্য তবে—সব সত্য! আমার অন্তরের

ভিতর থেকে এ কথায় যে প্রত্যয় জন্মায় নি। তবু সত্য, তবু সত্য! দুশ্চারিণি—

রাজ। (সচকিতে ও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) পিতঃ—মহারাজ—তোমারই সন্তান,—এ তোমারি—

মহা। (অসিতে হাত দিয়া) চুপ্ লজ্জাহীনা, চুপ্ পাপীয়সি—বিধাতাপুরুষকে শত ধিক্কার যে তুই আমার সন্তান। এই অস্ত্রে আজ—না এ হস্ত তোর পাপরক্তে কলঙ্কিত করব না।

(দ্রুতবেগে নিষ্ক্রমণ, দ্বারদেশে সেনাপতিকে দেখিয়া নেপথ্য হইতে)

সেনাপতি চামুণ্ডা মন্দিরে এখনি বলিদানের আয়োজন করতে বল—আর ঐ সৈনিকের মৃতদেহ চণ্ডালহস্তে সমর্পণ কর।

সেনা। (নেপথ্য হইতে) যথাদেশ—।

উভয়ের প্রস্থান।

রাজকন্যা। তবু ধৈর্য্য ধরতে হবে—উঃ কি করব—কি উপায়! কি করে বাঁচাব! (একটি বৃক্ষপত্র কুড়াইয়া) এই পাতায় এই রক্ত দিয়েই পত্র লিখি—সময় নেই সময় নেই! অবসাদ ক্ষণকাল দূরে থাক;—মৃত্যু মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব কর—ভগবান বল দাও—বল দাও—।

(বর্ষাফলকখণ্ডে ভূমি হইতে রক্ত লইয়া
গাছের পাতায় পত্র লিখিয়া)

কাকে দেব—কে নিয়ে যাবে ?—বুঝি সব বৃথা হোল,—এখনি এসে পড়বে, ঐ বুঝি এলো—

বিদূষকের প্রবেশ।

উঃ ভগবান রক্ষা করলেন! ধন্য তাঁর দয়া!

বিদূ। হাসির সঙ্গে পথে দেখা—সে আমাকে এই সব ওষুধ বিষুধ দিয়ে এখানে পাঠালে—আর নিজে শিবিকার চেষ্টায় গেল।—উঠুন—আপনি উঠুন আমি সেবা করছি। বেদবেদান্ত কিছু শিখি না শিখি বৈদ্যশাস্ত্রটা একরকম দখল করেছি—বিশ্বাস করবেন।

রাজ। (উঠিয়া) বিদূষক, দাও ওষুধ আমাকে দাও—আর তুমি শীঘ্র যাও,—এই পত্র নিয়ে এখনি ছুটে যাও,—।

বিদূষক। আবার ছুটতে হবে! (বক্ষে হাত দিয়া) উঃ এখনো যে নিশ্বাস পড়ছেনা! (পত্র গ্রহণ করিয়া) এ কি এ যে রক্তে লেখা! কোথায় যাব?

রাজ। যাও বিদূষক, শীঘ্র যাও—আর সময় নেই—এই পত্র এখনি মহারাজকে দিতে হবে—যদি পত্রখানি না দিতে পার ত মুখে বলো—এ সৈনিক তাঁরই সন্তান, আমাদের যুবরাজ—রাজপুত্র মরেন নাই।

বিদূ। ধ্রুবকুমার আমাদেরই রাজপুত্র!

রাজ। হ্যাঁ বিদূষক যাও, সেই কথাই মহারাজকে

শীঘ্র বল; নইলে শত্রুর হাত থেকে এঁকে বাঁচাতে পারব না; শীঘ্র যাও—আর এই কবচটি তাঁকে দিও তাহলেই তিনি সব বুঝবেন।

বিদূ। আমাদের রাজপুত্র জীবিত—কি আনন্দ কি আনন্দ! যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি! এই সুখবর আমিই তাঁকে দেব—দেখবেন একথা আর কাউকে এখন বলবেন না।

দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রাজ। (পুনরায় উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে দিতে) রক্তে যে ভেসে গেল! হাসি ত এখনো শিবিকা নিয়ে এল না? আবার কার পায়ের শব্দ এ! হায়। বুঝি পারলেম না—সব নিষ্ফল—সব ব্যর্থ! ভগবান দয়াময়—

(চণ্ডালসৈনিকগণের সহিত সেনাপতির প্রবেশ ও সকলের রাজকন্যাকে সৈনিক প্রথায় নমস্কার)

সেনা। শিবিকা প্রস্তুত আপনি উঠলেই—

রাজ। শিবিকার প্রয়োজন নেই,—মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনি পদব্রজে চামুণ্ডামন্দিরে উপস্থিত হব।

সেনা। ক্ষমা করবেন,—এ জীবন থাকতে সে নিষ্ঠুর আদেশ পালিত হতে দেব না। আপনাকে নিরাপদ করার জন্য আমি শিবিকা এনেছি; বিলম্ব করবেন না।

রাজ। তোমার মঙ্গল হোক্! কিন্তু আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করতে অপারক—কেবল একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা আমার আছে।

সেনা। বলুন—আমি আপনার দাস!

রাজ। সৈনিকেরা যেন এই দেহ স্পর্শ না করে।

সেনা। (স্বগত) কি অনুরাগ! হৃদয় জ্বলে—উঠছে—জ্বলে উঠছে! (প্রকাশ্যে) ক্ষমা করুন—আপনাকে রক্ষার জন্য রাজাদেশ লঙ্ঘন করতে পারি কিন্তু সামান্য সৈনিকের জন্য—

রাজ। সামান্য সৈনিক!—(স্বগত)—না বলা হবে না।

সেনা। সৈনিকগণ এই শব উঠিয়ে নিয়ে যাও।

(সৈনিকগণের ধ্রুবকুমারকে লইতে আগমন)

রাজ। বৎসগণ—এঁকে তোমরা স্পর্শ কোরো না, দূরে দাঁড়াও—তোমাদের রাজকন্যার আদেশ - দূরে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের সচকিতে দূরে দণ্ডায়মান ও সভয়ে সেনাপতিকে নিরীক্ষণ)

সেনা। আপনি কন্যা হয়ে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে এদের প্রবৃত্ত করছেন?

রাজা। না। মহারাজ শব নিয়ে যেতে বলেছেন। এ সৈনিক এখনো জীবিত।

সেনা। (স্বগতঃ) উঃ সহ্য হয় না! জীবিত! এই মুহূর্ত্তে এই অসির আঘাতে শত খণ্ড করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে! কিন্তু তাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। (প্রকাশ্যে) রাজকন্যার আদেশ—সৈনিকগণ -যতক্ষণ না আমি ডাকি তোমরা অন্তরালে দাঁড়াও।

(সৈনিকগণের যবনিকার অন্তরালে গমন)

সেনা। রাজকন্যা যা আদেশ করবেন—এ দাস তাই পালন করতে প্রস্তুত! আপনার জন্য এ জীবনদানও তুচ্ছকথা—কিন্তু—কিন্তু দাসও পুরস্কার প্রার্থনা করে—।

রাজ। বল কি পুরস্কার চাও—?

সেনা। আপনাকে—আমার—মহিষী—

রাজ। মাতঃ বসুন্ধরা বিদীর্ণ হও—বিদীর্ণ হও—বিদীর্ণ হও—!

সেনা। (সক্রোধে) সামান্য সৈনিকের পদসেবা অপমানের নয়—আর আমার মহিষী—

রাজ। চুপ নরাধম চুপ—

(করযোড়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত এবং ধ্রুবকুমারের সহসা উত্থান—)

ধ্রুব। পাপিষ্ঠ নরাধম! এত বড় স্পর্দ্ধা! এই—এই—এই প্রতিফল!

(সেনাপতির বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ এবং সেনাপতি ও ধ্রুবকুমার উভয়েরই ভূমিতে পতন—।)

সেনা। উঃ কি জালা! সৈনিকগণ চণ্ডালগণ লও, ধর, বাঁধ—প্রতিশোধ প্রতিশোধ!

ধ্রুব। এখন মৃত্যুতেও আমার দুঃখ নাই।

পটক্ষেপ

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মন্দিরে—দেবীর সম্মুখে বলির স্থান। স্তম্ভিত পুরোহিতের পার্শ্বে পূজারী এবং রাজকন্যার পার্শ্বে ক্রন্দন-পরায়ণা সখীগণ দাঁড়াইয়া)

রাজ। ঠাকুর আর বিলম্ব করবেন না—রাজার আদেশ—

পু। মাতঃ! আমি রাজাদেশ পালনে অক্ষম। মাতৃরক্তে আমি মাতার পূজা করতে পারব না—পারব না—আজ হতে আমি আমার পৌরোহিত্য ত্যাগ করলেম।

রাজা। (পূজারীর নিকট অগ্রসর হইয়া) পূজারী তবে তুমি এস! মন্ত্রের জন্য আর অপেক্ষা করনা,—বৃথা কেন কালক্ষেপ করছ—রাজাজ্ঞা পালন কর—

(ভূমি হইতে খড়্গ উঠাইয়া)

এই লও খড়্গ,—পিতার আজ্ঞালঙ্ঘন পাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও—।

পূজারী। (নতমুখে অস্পষ্টস্বরে) পারব না—পারব না—!

(হাসির তাড়াতাড়ি রাজকন্যার হস্ত হইতে খড়্গ
গ্রহণ এবং তাহা পূজারীর পদমূলে রাখিয়া
নতজানু হইয়া উপবেশন)

হাসি। ঠাকুর আমার রক্ত গ্রহণ করুন—রাজকন্যার বদলে আমাকে—

রাজ। (গম্ভীর স্বরে) ওঠ হাসি—আমার আজ্ঞা—ওঠ।

লতা। আমি এসেছি দেব—আমাকে—

পাতা।—তুমি সর, আমি—আমি—

ফুল।—ওঠ তোমরা ওঠ, আমাকে ঠাকুর—

রাজ। সখিগণ; তোমরা আমার ধর্ম্ম পালনে বাধা দিওনা,—আমাকে কর্ত্তব্যপালনে বল দাও—ওঠ—মিনতি করছি—আজ্ঞা করছি—ওঠ ;—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

(সকলের কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া করযোড়ে প্রার্থনা)

সমস্বরে। অভয়া—অভয় দান কর—অভয় দান কর—ত্রি তারিণি, ত্রাণ কর—ত্রাণ কর।—

(মাতঙ্গিনীর সহিত রাণীর প্রবেশ)

রাণী। জানি আমি জানি—এ কাজে কেউ অগ্রসর হবেনা—কাপুরুষ পুরোহিত—ভক্তিহীন পূজারি! তোরা নরাধম নরাধম! মাতঙ্গিনি—চিরকালই তুমি আমার সখি—সহায়; এইবার তোমার প্রীতিভক্তির চরম পরীক্ষা! এস—এস—

(তাহার হস্তে খড়্গ প্রদান।)

মা। (খড়্গ হস্তে লইয়া পুনরায় মাটীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) মহারাণি ক্ষমা করবেন—পারব না—পারব না—আব যা বলবেন তাই করব—কিন্তু—

রাণী। এ কি মাতঙ্গিনি—এ সময় তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে? এই শেষ মুহূর্ত্তে—শেষ মুহূর্ত্তে! তুমি যে একদিন আমারি আদেশে আমারি মঙ্গলের জন্য এর ভাইকে—শিশু রাজপুত্রকে বধ কবেছিলে—আর আজ—

মাত। না বধ করিনি—আমি আমি—পারিনি মহাবাণি পারিনি—ধাত্রী তাকে নিয়ে গিয়েছিল।—আজও পারব না—এ কাজ পারব না—আর যা বলেন—

রাণী। কি বল্লে তুমি—ধাত্রী তাকে নিয়ে গেছে—পারনি তুমি—পারবে না? এই দেখ—(খড়্গ তুলিয়া)—শির নত কব্ পাপীয়সি—

রাজ। (মস্তক নত কবিয়া) নমস্কার মাতা, এ প্রাণ গ্রহণ করুন্ - রাজ্যের মঙ্গল হোক—।

(সকলে উঠিয়া করযোড়ে প্রার্থনা ।)

কোথা হে তুমি ধর্ম্মরাজ পাপ দমন ভগবান !
হও জাগ্রত, কর উদ্যত ন্যায় দণ্ড—
তব কৃপাণ রুদ্র খরসান !
ওহে পাপদমন ভগবান !
রক্ষা কর প্রভু সংহর সংহর, দারুণ পীড়ন লাঞ্ছনা লজ্জা,
ক্রুর নিষ্ঠুর অপমান !
ডাকি ত্রাহি ত্রাহি, অভয় দেহি,
নীরব কেন তবু দরশ না পাচি !
তুমিও কি পুণ্য ! পাপ শাসনে বল শূন্য ?
হইয়াছ বন্দী, মাগিছ সন্ধি, পরাভূত হৃতমান ?
তবে আর ত্রাসিতের, শাসিতের, তাড়িতের পীড়িতের
কোথা ত্রাণ কোথা স্থান ?
ওহে পাপ দমন ভগবান ।

(রাজকুমারী উর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া করযোড়ে)

যদি তাই চাও তবে তাই হোক,
লও হে প্রভু বলিদান ।
তোমার নাম স্মরিয়া, নিষ্কৃতি লভি মরিয়া
জাতীয় দুষ্কৃতি হ'ক অবসান ।
মরণে দেহ আশা ধ্বংসে দেহ ত্রাণ !
লওহে প্রভু বলিদান !

রাণী। (খড়্গ তুলিয়া) একি আমার হাত উঠে না কেন? অঙ্গ যে অবশ হয়ে আসছে, চামুণ্ডে সদয় হও।

রাজ। হায়! এই হতভাগিনীর জন্য কত লোকের কষ্ট! মাতঃ, আর না—প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, আমাকে গ্রহণ কর—রাজ্যের অশুভ অমঙ্গল নিবারিত হোক।

(রাণীর অবসন্ন হস্ত হইতে খড়্গ স্খলিত হইয়া রাজকন্যার অঙ্গে পতন, এবং ধরাশায়ী রাজকন্যার রক্তে ভূমিতল প্লাবিত। সকলের চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান। রাজা ও বিদূষকের মন্দির সম্মুখস্থ পথে আগমন।)

রাজা। (কবচ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) সত্য কি জীবিত! বল বিদূষক! ধ্রুবকুমার আমারি পুত্র! সত্য কথা—না মিথ্যা প্রতারণা!

বি। মিথ্যা নয়,—সত্যই রাজপুত্র জীবিত! রাজকন্যার অন্তঃপুরে তাঁর সেবা শুশ্রূষা হচ্ছে।—কিন্তু আপনি শীঘ্র চামুণ্ডার মন্দিরে আসুন—আগে রাজকন্যার বলি নিবারণ করুন—।

রাজা। কল্যাণীর বলি!

বিদূ। হ্যাঁ মহারাজ, আপনারই আদেশে তিনি বলি স্থানে গেছেন—।

মহা। কি সর্ব্বনাশ! মনে পড়েছে মনে পড়েছে—যাও বিদূষক—যাও বলি নিবারণ কর—এখনি এখনি—

বিদূ। এই যে আমরা চামুণ্ডা মন্দিরের দ্বারেই এসেছি—।

(উভয়ের মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

রাজা। (উন্মত্ত ভাবে) একি! কি দৃশ্য এ! একি স্বপ্ন—!

বিদূ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া) না মহারাজ—এ জাগরণ!

রাজা। অভাগিনি! বৎসে, সত্যই পিতা হয়ে তোমায় বলিদান দিলেম! চামুণ্ডে—রাক্ষসি,—এ কি করলি—এ কি হোল!

কন্যার পদতলে পতন।

চিত্রার্পিত দৃশ্য,—শূন্যদেশ উজ্জ্বল আলোকমালায় রঞ্জিত।

পটক্ষেপ

শেষ দৃশ্য

(রাজার সন্ন্যাসীবেশে প্রবেশ)

রাজা। উঃ কি রক্ত সে কি রক্ত! সে রক্তে জগৎ সংসার লাল হয়ে গেছে! এতদিন বিশ্ব অন্ধকার ছিল--- সেই পবিত্র রক্তের স্রোতে—সে অন্ধকার কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! যে নয়ন এতদিন অন্ধ ছিল—তার নিমীলিত নয়নের দৃষ্টি দিয়ে সেই অন্ধ নয়ন সে ফুটিয়ে তুলে গেছে— আজ পূর্ণ জাগরণ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। হে বিশ্বনিয়ন্তা, মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ—তাই হোক্—তাই হোক্ যে উদ্দেশ্যে সে প্রাণপাত করেছে সে উদ্দেশ্য সফল হোক্। এ রাজ্য হতে মিথ্যা ধর্ম্ম দূর হোক, আচারের নামে বিদ্বেষ ঘৃণা, পাপাচার, দেবপূজার নামে প্রাণী হত্যা নরবলি দূর হোক্।—মঙ্গলসত্যের মহিমাবিস্তারই মানবের ব্রত হোক—পুণ্যকল্যাণে, শান্তিসমতায় মর্ত্ত্যলোকে নবযুগ অভ্যুদিত হোক্। হে শুভশক্তিদাতা জ্ঞানস্বরূপ তুমি সহায় হও, জ্ঞান দাও—বল দাও, তোমার পুণ্যশক্তিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।

(নিশান হস্তে সন্ন্যাসিনী বেশে হাসি, লতা, পাতা, ফুল, রেণু প্রভৃতি বালিকাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

জয় জয় সত্যের জয়—।
দুঃখে করিনা ভয়, মৃত্যু অমৃতময়
সত্য ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে
মিথ্যা হউক ক্ষয়—
পাপ হউক লয়—!
জয় জয় ধর্ম্মের জয়।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত

নেপথ্যে গান।

গাও জয় জয় পাপ দমন ভগবান!

একি প্রভাত দ্যুতি প্রতিভাত! ভাঙ্গিল না কি ভাগ্য-দৈবের সুপ্তি!

চমকে দিগ্‌বিদিকে, হের, ন্যায়ের বজ্জর গুপ্তি!

ঐ বাজে ডঙ্কা! ত্যজ ক্রন্দন ত্যজ শঙ্কা,

বিজিত পাপবল, চূর্ণ দর্প ছল! হের ত্রাসিত কম্পমান!

গাও ন্যায়ের, গাও সত্যের, গাও পুণ্যের, গাও ধর্ম্মের জয়গান!

জয় জয় পাপ দমন ভগবান।

(পটক্ষেপ।)